চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • গোয়াহাটি • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister masala
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 31 May, 2020 ■ আগরতলা, ৩১ মে ২০২০ ইং ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩০ জুন পর্যন্ত লকডাউন ৫.০

করোনা ঃ কন্টেনমেন্ট জোন বাদে পর্যায়ক্রমে মিলবে ছাড়

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.)।। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বাদে দেশে পর্যায়ক্রমে লকডাউন তোলার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩১ মে পর্যন্ত লকডাউন ৪.০ এর মেয়াদ রয়েছে। ১ জুন থেকেই কার্যকর হয়ে যাবে লকডাউন ৫.০। সে মোতাবেক আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নির্দেশিকা জারি করেছে। ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ধাপে ধাপে কি কি খুলবে তার তালিকাও ওই নির্দেশিকায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে : প্রথম ধাপে ৪ জুন থেকে ধর্মীয় স্থান এবং উপাসনা স্থান; হোটেল, রেস্তোঁরা এবং অন্যান্য আতিথেয়তা পরিষেবা; এবং বিপণীবিতান জনসাধারণের জন্য খুলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।দ্বিতীয় ধাপে স্কুল, কলেজ, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ-র প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে পরামর্শের মাধ্যমে খোলা হবে। রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিভাবক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মতামতের ভিত্তিতে জুলাই মাসে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এমএইচএফডাব্লু এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এসওপি প্রস্তুত করবে।

সীমিত সংখ্যক কার্যক্রম সারা দেশে নিষিদ্ধ থাকবে সেই তালিকাও নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। তাতে, আন্তর্জাতিক যাত্রীদের বিমান ভ্রমণ, মেট্রোরেলের কাজ; সিনেমা হল, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল, বিনোদন উদ্যান, থিয়েটার, বার এবং অডিটোরিয়াম, অ্যাসেম্বলি হল এবং অনুরূপ স্থান; এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলা, বিনোদন, একাডেমিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বড় বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই কার্যক্রম খোলার বিষয়ে পরিস্থিতি নির্ধারণের ভিত্তিতে তৃতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে, লকডাউন ৫.০-তে ছাড়ের বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ব্যক্তি ও পণ্য আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচলে কোনও বিধিনিষেধ নেই। এই ধরনের চলাচলের জন্য কোনও পৃথক অনুমতি বা অনুমোদন কিংবা ই-পারমিটের প্রয়োজন হবে না। তবে, যদি কোনও রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জনস্বাস্থ্যের কারণে এবং পরিস্থিতিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব দেয়, তবে এই ধরনের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আগাম ব্যাপক প্রচার করে অনুসরণ করতে হবে।

নাইট কারফিউ যথারীতি বলবৎ থাকবে। তবে কারফিউর সংশোধিত সময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেন্নাই-আগরতলা স্পেশাল ট্রেন থেকে পড়ে বিলোনীয়ার কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মে।। লকডাউনে বহিঃরাজ্যে আটকে থেকে বাড়ি ফেরা হল না বছর পনেরোর এক কিশোরের। আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মধ্য অসমের সিভাঙ্গা এলাকায় ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অধীন রাঙ্গামুড়ার বাসিন্দা বাবুল মিয়াঁর। কী করে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়েছে বাবুল সে সম্পর্কে এখনও তথ্য পায়নি রেল পুলিশ। অসম পুলিশ ও আরপিএফ জওয়ানরা তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ট্রেনের অন্য যাত্রীরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে বহিঃরাজ্যে প্রচুর মানুষ আটকে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরা সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে। প্রায় প্রতিদিন বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরার নাগরিকরা ট্রেনে ফিরছেন। তেমনি চেন্নাই থেকে একটি ট্রেন ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে আসছিল। ওই ট্রেনেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় নতুন আক্রান্ত ১৭ বহিঃরাজ্য ফেরত সকলের নমুনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরায় নতুন করে আরও ১৭ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। তারা সকলেই মহারাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। সব মিলিয়ে ত্রিপুরায় করোনা-য় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭১।

শনিবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেন, ৭৯৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন মহারাষ্ট্র থেকে এবং ২ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন।

গতকাল বাংলাদেশ ফেরত ৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। আজ আরও ২ জনের করোনা সংক্রমিতের ঘটনায় ১০৬ জন বাংলাদেশ ফেরতের মধ্যে ১০ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২৭১ জন করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭১ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ৯৭ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন। তিন জন ত্রিপুরার বাইরে চিকিৎসাধীন।

নতুন করোনা আক্রান্তদের তালিকায় অধিকাংশরাই সিপাহীজলা জেলার বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, সিপাহীজলায় একই এলাকার রয়েছেন চৌদ্দজন করোনা সংক্রমিত। তারা সকলেই মহারাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন। এছাড়া দুইজন পশ্চিম ত্রিপুরার বাসিন্দা রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ছয় বছরের শিশু ও ৪৫ বছরের মহিলা বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। করোনা আক্রান্ত মহারাষ্ট্র ফেরত অন্তিম ব্যক্তি গোমতী জেলার বাসিন্দা। তার বাড়ি উদয়পুরে।

ত্রিপুরা সরকার বহিঃরাজ্য ফেরত সকলের নমুনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিচ্ছে। শনিবার আগরতলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক ঘন্টার বৃষ্টিতেই রাজধানী আগরতলায় রাজপথ জলমগ্ন। শনিবার সকালে তোলা নিজস্ব ছবি।

আমবাসায় ফায়ার স্টেশনে ব্যারিকেট ঘিরে বিস্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। শনিবার থেকে আচমকা ধলাই জেলার আমবাসায় অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এর নির্দেশে অগ্নিনির্বাপক অফিসের সামনে বেরিকেট দিয়ে দেওয়া হয়।

জানা যায় আমবাসা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের সোয়াব টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনো রিপোর্ট আসেনি। সেই কারণেই আমবাসা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের যাবতীয় পরিষেবা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করে এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের পরিষেবা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে হত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির জেল ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মে।। ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে কুপিয়ে এক মহিলাকে খুনের চেষ্টার অপরাধে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে আদালত। আজ শনিবার দক্ষিণ জেলার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ওই অপরাধে সমীর পালকে দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অনাদায়ে তিন মাসের হাজতবাসের দণ্ড দেন তাকে। এদিকে, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় এক বছরের জেল ও পআঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত একমাসের কারাবাসের দণ্ডিত করা হয়েছে সমীরকে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৩১ নভেম্বর বিলোনিয়া বড়পাথাড়ি পিপরিয়াখলায় পালপাড়ার বাসিন্দা জনৈক মহিলা দুপুর বারোটা নাগাদ নিজের বাড়ির পেছনে পুকুরের ধারে গরুকে খাওয়ানো সময় ওই এলাকারই বাসিন্দা সমীর পাল বলপূর্বক তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। শেষে ব্যর্থ হয়ে দা দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়েছে তাকে। মহিলার চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে সমীর পাল পালিয়ে যায়। আহত মহিলাকে প্রথমে বড়পাথাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়।

ওই ঘটনায় পিআরবাড়ি থানায় মহিলার পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ওই মামলায় সমীর পালকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে। পিআরবাড়ি থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক মামলার তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক উদিত চৌধুরী ১৯ জনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিটি বাস পুনরায় চালু করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। সিটিবাস সার্ভিস পুনরায় চালু করার জন্য ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মর্মে গত ২৮ মে এক নির্দেশিকা জারী করা হয়েছে। তাতে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার শর্তে যাত্রী পরিষেবা চালু করার জন্য বলা হয়েছে।

বাস পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান এবং সেনিটাইজার ব্যবহার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই বিষয়ে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবিলায় সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি নির্দেশিকা মেনে টিইউটিসিএল এবং টিআরটিসি-কে সিটিবাস সার্ভিস চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে টিইউটিসিএল নাগেরজলা থেকে চম্পকনগর, জিবি হসপিটাল থেকে বিশ্রামগঞ্জ, চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে মোহনপুর, নাগেরজলা থেকে খুমুলুঙ এবং নাগেরজলা থেকে খোয়াই রুটে বাস পরিষেবা শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনি টিআরটিসি-কে চন্দ্রপুর থেকে সচিবালয়, সূর্যমণিনগর থেকে সচিবালয়, আগরতলা থেকে সাব্রুম, আগরতলা থেকে বিলোনীয়া, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের পিছিয়ে যাচ্ছে বোর্ডের অসমাপ্ত পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। অসমাপ্ত বোর্ড পরীক্ষা ফের পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে শিক্ষা দপ্তর। লক ডাউনের কারনে দ্বাদশ, মাধ্যমিকের পুরনো সিলেবাস, মাদ্রাসা ফাজিল ও আলিম কলা বিভাগের স্থগিত পরীক্ষাগুলি পুনরায় সূচি নির্ধারিত হয়েও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের অতিমারী সহজে পিছু ছাড়ছে না এবং করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং শিক্ষা দপ্তর বোর্ড পরীক্ষা পুনরায় পিছিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং শিক্ষা দপ্তর সিবিএসই ও বিভিন্ন রাজ্যের গৃহীত পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, মেঘালয় ৮ জুন থেকে, মধ্যপ্রদেশ ৯ জুন থেকে, কর্ণাটক ২৫ জুন, পশ্চিমবঙ্গ ২৯ জুন, অন্ধ্রপ্রদেশ ১০ জুলাই, মণিপুর ৬ জুলাই এবং তেলেঙ্গানা ৮ জুন থেকে বোর্ডের অসমাপ্ত পরীক্ষা নেওয়ার সূচি নির্ধারণ করেছে। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক ও দ্বাদশের অসমাপ্ত পরীক্ষাগুলি ৫ জুন থেকে অনুষ্ঠিত করবে। কিন্তু, এখন সেই সম্ভাবনা আপাতত নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

বণিক্য চৌমুহনীতে এক রাতে চারটি দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। লকডাউন চলাকালে চোরের দৌরাত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বোধজং নগর থানা এলাকার বণিক্য চৌমুহনী বাজারে শুক্রবার রাতে পরপর চারটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে রয়েছে একটি জুয়েল এর দোকান এবং একটি মোবাইল ফোনের দোকান।

একই রাতে পরপর চারটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সবমিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। এব্যাপারে স্থানীয় থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক ঘন্টার বৃষ্টিতেই রাজপথ জলমগ্ন, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। বর্ষা সমাগত প্রায়। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন রাজধানী আগরতলা শহর সহ পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কেননা সামান্য বৃষ্টিতেই রাজধানী আগরতলা শহরের নিচু রাস্তাঘাট জলের তলায় ডুবে যায়। জলে থৈ থৈ করে গোটা এলাকা। বানভাসি রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জনগণের এই তথ্য অভিজ্ঞতা এবারও কি ফিরে আসবে, সেই প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার আগরতলা শহর এলাকাকে বানভাসি অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজে আগরতলা শহর এলাকার বানভাসি পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। তিনি আগরতলা বাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দু''বছরের মধ্যেই আগরতলা শহর এলাকাকে বানভাসি অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিপ্লব দেব এর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে দুই বছর তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চলল। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাকে বানভাসি পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জল নিষ্কাশনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তী

জনগণের স্নেহ ও অনুপ্রেরণা নতুন শক্তি জুগিয়েছে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.)।। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তিও চলে এল। এই বিশেষ দিনে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাগরিকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, জনগণের স্নেহ নতুন শক্তি জুগিয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু উদ্যোগ, প্রাপ্তি এবং বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এছাড়াও করোনার বিরুদ্ধে জয়লাভ হবেই, আশাপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর গত বছরের ৩০ মে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এই দিনকে ভারতীয় গণতন্ত্রের "সোনালী অধ্যায়" আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "আরও একবার, দেশের ১৩০ কোটি জনগণকে আমার প্রণাম। অন্য সময় হলে, আমি আপনাদের মাঝেই থাকতাম কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে সেই অনুমতি দিচ্ছে না। তাই এই চিঠির মাধ্যমে আপনাদের আশীর্বাদ চাইছি।" প্রধানমন্ত্রী একটু আবেগপ্রবণ হয়েই চিঠিতে উল্লেখ করেন, জনগণের স্নেহ, মঙ্গলকামনা এবং সহযোগিতা নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৪-২০১৯ পর্যন্ত, ভারতের উচ্চতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। দরিদ্রদের মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জন করেছে দেশ, বিনামূল্যে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সংযোগ, সর্বমোট সানিটেশন কভারেজ এবং "প্রত্যেকের জন্য বাড়ি" নিশ্চিত করা হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ার স্ট্রাইকের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস" স্লোগান তুলে প্রধানমন্ত্রী জানান, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস" ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.)।। দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বছর ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস। এই সরকারকে অসহায়, অমানবিক সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি।

কংগ্রেস মহাসচিব কে সি বেণুগোপাল এবং রণদীপ সিংহ সূর্যেওয়ালা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, বিগত এক বছর হতাশা, অরাজগতা এবং বেদনাদায়ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের সপ্তম বর্ষে শুরুতে দেশবাসী এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখানে প্রশাসনের অসংবেদনশীলতা বেদনা বহন করে চলেছে জনতা। বিগত ছয় বছরে উস্কানিমূলক রাজনীতি এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর পরিচয় বহন করে চলেছে মোদী সরকার। রাজনৈতিক সুবিধা তোলার জন্য সরকার দেশের আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষতি করে গিয়েছে।

কে সি বেণুগোপাল আরও জানিয়েছেন, এই ছয় বছরে অর্থনীতি ও মোদীনীতির মধ্যে ফারাকটা দেশবাসী বুঝতে পেরেছে। কাল্পনিক উন্নয়নের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী ৬০ বছর বনাম ৬০ মাসের বুলি আওরে গিয়েছে। বছরে দুই কোটি কর্মসংস্থানের কথা বললেও ২০১৭- ১৮ বর্ষে দেশের বেকারত্বের ৬ এর পাতায় দেখুন

রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেবে

জোরামথাঙ্গার চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। জম্পুই হিলসে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন না দেওয়ার জন্য মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার আবেদন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন। বরং এ-বিষয়ে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থ বজায় রেখেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে, বলে বিপ্লব।

প্রসঙ্গত, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন ইস্যুতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি লিখেছেন। এতে তিনি বলেছেন, ব্রু শরণার্থীদের কাঞ্চনপুর মহকুমা এবং জম্পুই হিলসে মিজো জনগোষ্ঠী বহুল এলাকায় পুনর্বাসনের বিষয়ে জানতে পেরেছি। তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, মিজো এবং ব্রু-দের মধ্যে জাতিগত উত্তেজনা রয়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় ওই দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ত্রিপুরার পাশাপাশি মিজোরামেও প্রভাব ফেলবে। তাতে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের মহান উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই ব্রু-দের অন্যত্র পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিচ্ছি। সাথে অনুরোধ রইল, ওই প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করবে। তাঁর যুক্তি, ১৯৯৮ সালে শাখাং হিলস এলাকায় উত্তেজনার কারণেই ব্রু-রা ত্রিপুরায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং ওই জেলার চারটি গ্রাম জম্পুই হিলসের খুবই কাছে। এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কাঞ্চনপুর মহকুমা এবং জম্পুই হিলস ছাড়া অন্যত্র ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হলে গত ১৬ জানুয়ারি চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্ত সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা নেবে। সে-ক্ষেত্রে তাঁদের কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে তা ত্রিপুরা সরকার স্থির করবে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিতেই পারেন। কিন্তু, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারই নেবে। তিনি কিছুটা বিরক্তির সুরে বলেন, সবদিক খতিয়ে দেখেই রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে তাঁদের কোথায় এবং কীভাবে রাখব তা সম্পূর্ণই রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থ বজায় রেখেই রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২৭ ▫ ৩১ মে ২০২০ ইং ▫ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গ্রামীণ অর্থনীতিই উন্নয়নের দিশারী

জনস্বাস্থ্য, সমাজ ও অর্থনীতি আজ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোভিড ১৯ এর ধাক্কায় দেশ প্রায় সম্পূর্ণ লকডাউন এর রাস্তায় হাঁটিতে বাধ্য হইতেছে। চিন্তায় ফেলিয়াছে দেশের মৃত্যু-মিছিল এর ভ্রুকুটি। থমকিয়া পড়িয়াছে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দেশের বিরাট অংশের মানুষ দারিদ্রতার কষাঘাতে হাবুডুবু খাইতেছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পরিবার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষজনকে অনাহারের দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে। লকডাউন এর ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করিয়াছে। যেসব এলাকা হটস্পট এর আওতার বাহিরে রহিয়াছে সেইসব এলাকায় কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজকর্ম, দুগ্ধ উৎপাদন, চা-কফি, রাবার, পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ চালাইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সরকারি এই নির্দেশিকার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেশের এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে চিরকালের বঞ্চিত অবহেলিত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, গ্রামীণ এলাকা ভিত্তিক শিল্প সরকারের কাছে ঘুরিয়া দাঁড়াইবার একমাত্র রাস্তা হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে। এককথায় গ্রামীণ অর্থনীতিই উন্নয়নের অন্যতম দিশারী হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হইল গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিতে হইলে সরকারের তরফে কৃষকের জন্য যেসব সাহায্য সহায়তা প্রদান করা নিতান্তই প্রয়োজন সেইগুলি সরকার কতখানি করিতে সক্ষম হইতেছে? কৃষকরা পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া কৃষির উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন কৃষকরা। সরকার যদি এই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে সারাদেশেই খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিবে। সরকার যথাযথ সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত না করিলে ভূমিহীন, ছোট মাঝারি কৃষকদের মাঠের ফসল এর দাম তলানিতে পৌঁছাবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে পৌঁছানোর অভাবের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এইসব বিষয়ে নিয়া কৃষক শ্রমিক এবং দরিদ্ররা দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত শুরু করিয়াছেন। চাহিদা এবং সরবরাহ একসঙ্গে পড়িয়া গেলে খাদ্যদ্রব্যের দাম কি হইবে তাহা নিয়াও দুশ্চিন্তার অবকাশ নাই। ফসলের উৎপাদন, মজুদ, পণ্য সরবরাহ সমস্যা এবং বিভিন্ন বাজারে যোগান এগুলোর উপর নির্ভর করিবে কৃষকদের ভবিষ্যৎ।

দেশের কৃষকদের এই সমস্যাগুলি হইতে মুক্তি দেবার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে সরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ ব্যাহত হওয়ার কারণে দেশজুড়ে ফসলের সংগ্রহ ও বিপণনে সঙ্কট রহিয়াছে। ব্যবসায়ীদের খামার থেকে ফসল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা অবিলম্বে দৌড় করিতে হইবে। ফসল কাটার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। লকডাউন জনিত কারণে বাইরের রাজ্যগুলি হইতে পণ্য আমদানিও অনেকটাই কমিয়া গিয়াছে। ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে পোল্ট্রি ফিড, ওষুধ ও গো খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে। এই সংকট জনিত কারণে অধিকাংশ ছোট ছোট পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলশ্রুতিতে বাজারে মাংসের দাম অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। গন বন্টন ব্যবস্থা বন্ধ থাকিবার ফলশ্রুতিতে বাজারে সবজি সহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে কৃষকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। স্থানীয় মানুষ উৎপাদিত কৃষি পণ্য যেটুকু ক্রয় করিতেছেন তা অতি সামান্য। কৃষকদের অধিকাংশ ফসল শহর এলাকার বাজারগুলিতে বাজারজাত করিবার সুযোগ সম্প্রসারিত করিতে হইবে। অন্যথায় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল মাঠেই মার খাইয়া যাইবে। এই কঠিন পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হইলে আগামী দিনগুলিতে চাষে উৎসাহ ফাইবের কৃষকরা। সামান্য পুঁজি হারাইয়া ফেলিল কৃষকরা আরো অসহায় হইয়া পড়িবেন। সামান্য সঞ্চিত টাকা কৃষিকাজে লাগাইয়া তাহারা নিজেদের নিঃস্ব করিতে চাহেন না। কৃষিকাজ লাভজনক হইবে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট আভাস না পাইলে কৃষকরা চাষাবাদ হইতে নিজেদের বিরত রাখিবার পথেই অগ্রসর হইবে। সে কারণেই কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করাও জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। শুধুমাত্র ধানের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করিলেই সব সমস্যার সমাধান হইবে না। গ্রামীণ স্তর হইতে কৃষকদের ফসল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহামারি মোকাবিলার জন্য খাদ্য উৎপাদন, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ এই ধাপগুলো আগামী কিছুদিন সরকারকেই পরিচালনা করিতে হইবে। প্রতিটি ধাপেই সরকারকে থাকিতে হইবে কৃষকদের পাশে। তাহা সম্ভব হইলেই গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের দিশারী হইয়া উঠিবে।

ভোররাতে হাতেনাতে চোর ধরলো গ্রামবাসীরা

নানুর, ৩০ মে (হি. স.): ভোররাতে হাতেনাতে চোর ধরল গ্রামবাসীরা। শনিবার ভোররাতে বীরভূমের নানুর থানার বড় সাঁওতা গ্রামের বাসিন্দারা এক দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরান মন্ডল নামে ওই দুস্কৃতি নানুর একাধিক এলাকায় একাধিক বাড়িতে চুরি করেছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা গত একমাস ধরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পুলিশকে বারবার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এ অবস্থায় গত কয়েকদিন ধরেই গ্রামের লোক পালা করে রাত্রি জেগে নাইট ডিউটি দিতে থাকে। এই অবস্থায় শনিবার ভোররাতে পরান মন্ডল নামে ওই দুষ্কৃতী বড়াইগ্রামে চুরি করতে এলে গ্রামবাসিরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।প্রথমে তাকে ইলেকট্রিকের খুঁটিতে বেঁধে বেধরক মারধর শুরু হয়। ভোরবেলা নানুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে গ্রামবাসীদের বেধড়ক মারে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওই দুষ্কৃতী। মাথা ফেটে রক্ত পড়তে শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে নানুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

কোয়ারান্টাইন সেন্টার করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাল বিডিও অফিসে

মুরারই, ৩০ মে (হি. স.): কোয়ারান্টাইন সেন্টার করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাল বিডিও অফিসে। বীরভূমের মুরারই ব্লকের পাইকর উচ্চ বিদ্যালয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার প্রতিবাদ জানালো গ্রামবাসীরা। এদিন গ্রামবাসীরা মুরারই ২ ব্লকের বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়। যাদের মধ্যেই সিংহভাগ ছিল মহিলা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ জন বহুল এলাকার ওই স্কুলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হলে সক্রমণ পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পরবে। স্থানীয় বাসিন্দা পুজা মন্ডল, হাসিনা বেওয়া বলেন, 'অবিলম্বে ওই স্কুলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার সিদ্ধান্ত বদল করতে হবে।তা না হলে এলাকা অবরোধ শুরু হবে।'

এদিকে ইতিমধ্যেই বীরভূমে ২৫,০০০ পরিযায়ী শ্রমিক মহারাষ্ট্র দিল্লি রাজস্থান পৌঁছেছে বীরভূমে। তাদের সকলকেই পরীক্ষা করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ওই পরিযায়ী শ্রমিক দের সকল কেই ননহোম কোয়ারেন্টাইন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তাই নতুন করে প্রতি পঞ্চায়েতে এলাকায় একাধিক স্কুল বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার উদ্যোগ নিয়েছি জেলা প্রশাসন। এর মধ্যেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা নিয়ে আপত্তি ওডায় চরম বিপাকে পরেছে জেলা প্রশাসন। অবস্থা সামাল দিতে জন প্রতিনিধিদের কাজে লাগলেও তাদের কথা মানছে না এলাকাবাসী। তাই বিক্ষোভ আরও বড় আকার নিচ্ছে।

পাকিস্তানে ফের কবে তৈরি হবে রাম মন্দির

আর কে সিনহা

একটি প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে যে চোর চুরি ছাড়তে পারে কিন্তু তছরুপ ছাড়তে পারে না। এই উক্তিটি পাকিস্তানের শাসকদের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রযোজ্য। তাঁদের মধ্যে উন্নতির কোনও লক্ষণই নেই। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের জন্য সমগ্র বিষয় যখন ত্রস্ত, তখন পাকিস্তান করোনা-সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে ততটা উদ্বিগ্ন ছিল না। তাঁরা ভারতীয় মুসলিমদের রাম মন্দির নিয়ে উস্কানি দিচ্ছে। তাঁরা হয়তো ভুলে যাচ্ছে, ভারতীয় মুসলিমরা রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষেই। শেখ আব্দুল্লাও অযোধ্যা গিয়ে "কর-সেবা"-র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ শুরু হওয়া মাত্রই, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক একটি টুইটে লিখেছিল "সমগ্র বিশ্ব একদিকে করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, অন্যদিকে সঙ্ঘ-বিজেপি জোট ভারতে হিন্দুত্বের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত।" রাম মন্দির নিয়ে পাকিস্তানের আপত্তির মোক্ষম জবাবও দিয়েছিল ভারত। ভারত ঠিকই বলেছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতে প্রতিটি ধর্মের মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে ভারতীয় মুসলিমরাও অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

ইকবাল রামকে বলেছিলেন ইমাম-এ-হিন্দ

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য পাকিস্তানেরও উচিত ভারতকে অভিনন্দন জানানো। কিন্তু, পাকিস্তানও নির্বোধ ও অজ্ঞ দেশ। পাকিস্তানের সর্বাধিক সম্মানিত নায়ক ও বিখ্যাত উর্দু কবি ইকবাল রাম নিয়ে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন। তাতে রামকে তিনি ইমাম-এ-হিন্দ উল্লেখ করেছিলেন। পাকিস্তানের শাসকরা এই বাস্তবতা সম্পর্কে আদৌ অবগত কি না, তা জানা যায়নি। স্পষ্টতই যে, পাকিস্তান সরকারের যদি ইকবাল এবং রাম সম্পর্কে তাঁর লেখা কবিতা সম্পর্কে কিছুটাও জ্ঞান থাকত, তাহলে সে দেশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাম মন্দিরগুলি পুনর্নির্মাণ করত। পাকিস্তানে কী এখনও রয়েছে রাম মন্দির? পাকিস্তান হওয়ার আগেও সেখানে কী কোনও রাম মন্দির ছিল? আসলে পাকিস্তানে প্রচুর রাম মন্দির ও অন্যান্য মন্দির ছিল। তবে সকলেরই জানা ওই সমস্ত মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে এখনও কিছু মন্দির রয়েছে, সেই মন্দিরগুলির অবস্থা অবশ্য খারাপ।

পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ পঞ্জাবে, বহু খোঁজাখুঁজির পরও একটি মন্দির খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমনকি হিন্দুদের খুঁজে পাওয়াও অত্যন্ত মুশকিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সেখানের জনসংখ্যার প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ছিল। প্রতিটি গলি-রাস্তায় অসংখ্য মন্দির ছিল। এখন পঞ্জাবের ছোট শহর, গ্রাম এবং তালুকার কথা তো ছাড়ুন, সেখানকার লাহোর, শিয়ালকোট ও মিয়াওয়ালির মতো শহরেও কোনও মন্দির নেই। পাকিস্তান বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিক ডা. আই আহমেদ বলেছেন, দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের পঞ্জাবে সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত মন্দির ও হিন্দুদের বিনাশ করা হয়েছিল। ডা. আই আহমেদ সুইজারল্যান্ডে অধ্যাপনা করেন।

আসলে রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ৯ নভেম্বর ২০১৯-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছে পাকিস্তান। এছাড়াও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ২০২০ সালের ১৯ জানুয়ারি বলেছিলেন, সঙ্ঘ ও মোদী সরকার ভারতে মুসলমানদের দমন করছে। হতাশ করেছেন ইমরান খান ইমরান খান নিজের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ভক্তদের হতাশ করেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ভারতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাগাতার অভিযোগ করেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতে নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে ভারত ছাড়তে হবে।

একবারে অর্থহীন কথা বলেছেন তিনি। তাঁর এটাও জানা নেই যে, নাগরিকত্ব আইনের কোনও প্রভাবই পড়বে না মুসলিমদের উপর। ভারতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এজন্যই ইমরানের উচিত নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে চিন্তিত হওয়া। ইমরানের বুঝে নেওয়া উচিত, ভারতীয় মুসলিম সমাজ দেশভক্ত এবং ভারতে তাঁরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ভারতীয় মুসলমানরা সরকারের যতই সমালোচনা করুক না কেন, পাকিস্তানে যেতে তাঁরা মোটেও রাজি নন। ভারতেই তাঁরা অত্যন্ত খুশি। ইমরান খানের দু"ধরনের মানসিকতা নিয়ে হাসি পায়। ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে কুমীরের কান্না কাঁদছে সে। কিন্তু, চিনে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নিয়ে কার্যত নীরব। চিনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলমানদের উপর নৃশংসতা চলছে। মুসলমানদের জন্য যা নিষিদ্ধ, সেগুলিও তাঁদের খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু, পাকিস্তান নীরব। চিনে মুসলিমদের উপর অত্যাচার নিয়ে কখনও সরব হয়নি পাকিস্তান। ইমরান খান কী জানেন না জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিমদের কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। যাঁরা নিজেদের ইসলামিক দেশের নেতা অভিহিত করেন, এই অবস্থা তাঁদের। ভারতীয় মুসলিমদের হয়ে কথা বলা ইমরান খান কেন বাংলাদেশে নারকীয় জীবনজাপনকারী উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের নাগরিকত্ব দিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছেন না? বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ বিহারী মুসলমান এখনও পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরে নারকীয় জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাকে সমর্থন করেছিল। এটাই তাঁদের একমাত্র দোষ। এজন্যই বিহারী মুসলিমদের বাংলাদেশে ঘৃণার নজরে দেখা হয়। ১৯৪৭ সালে বিভাজনের সময় বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে (এখন বাংলাদেশ) চলে গিয়েছিল তাঁরা।

বাংলাদেশ হওয়ার পর বাঙালি মুসলিমরা বিহারী মুসলিমদের ভয়ঙ্করভাবে প্রতারিত করেছে, তাঁরা এখন পাকিস্তানে ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু, ইমরান খান তাঁদের জন্য মোটেও চিন্তিত নয়।

বিষয়টি শুরু হয়েছিল রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে পাকিস্তানের আপত্তি প্রসঙ্গে। একথাও হয়েছে যে, ইকবাল রামকে ইমাম-এ-হিন্দ আখ্যা দিয়েছিলেন। এটা সেই ইকবাল যাকে পাকিস্তান নিজেদের নায়ক মনে করে। পাকিস্তানের উচিত ওই ইকবালের কথা শুনে রাম মন্দির-সহ অন্যান্য মন্দির, যেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে তা মেরামত করা। এছাড়াও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের যেন মানুষ মনে করে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

আম্ফান যে শিক্ষা দিয়ে গেল

নারায়ণ দাস

বিধ্বংসী আম্ফান কলকাতাসহ অপর তিনটি জেলা-উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে যে ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল, তার থেকে অনেক শিক্ষা নিল প্রশাসন। এই ধরনের বিপর্যয়ে রাজধর্ম পালন করা যে কত কঠিন, তক দুরূহ তা হাড়ে হাড়ে টের পেল সরকার। ঝড়ের তাণ্ডবে এমন পিবর্যয়, শহরকে এমন তছছন করে দেওয়া এবং স্বাভাবিক জীবন এমনভাবে পর্যুদস্ত হওয়া স্মরণকালে দেখা যায়নি। চরম ক্ষয়ক্ষতি হল উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। হাজার হাজার কাঁচা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ল, ফলে গৃহহীন হলেন অগণিত মানুষ, শেস্যের ব্যাপক ক্ষতি হল, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়লেন সাধারণ মানুষ। তবুও রক্ষে, আম্ফান প্রবল পরাক্রমে ধেয়ে আসছে জেনে, সরকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক লক্ষ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিল, নইলে যে আরও কত প্রাণহানি হত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছিল, তার জন্য সরকারের সাধুবাদ প্রাপ্য। কিন্তু কলকাতাকে আম্ফান এমন লণ্ডভণ্ড করে দেবে তা প্রশাসন হয়ত আঁচ করতে পারেনি। যার ফলে শহরের নাগরিকদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হল। শহরের বুকে হাজার হাজার গাছ ভেঙে পড়ল, বিদ্যুতের তার ছিন্ন হয়ে গেল, খুঁটি উপড়ে পড়ল, গাছ পড়ে রাস্তাঘাট হল। পানীয় জলের হাহাকার পড়ে গেল। শহরের এই দমবন্ধ অবস্থা চলল দিনের পর দিন। পানীয় জলহীন, আলোহীন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভুক্তভোগী মানুষ ধৈর্য্য হারিয়ে রাস্তায় নেনে এলেন, বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সব দলের এবং সব মতের মানুষ সিইএসসির ব্যর্থতার সরব হলেন, কলকাতা পুরসভার হার দেকে বিস্মিত হলেন। অনেক ওয়ার্ডে পুরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দেখা না পেয়ে তারা ক্ষোভ উগরে দিলেন। বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্তার কর্মীরা স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার কাজ হাত লাগালেন হটে, কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা সামাল দিতে তেমন কার্যকরী হতে ব্যর্থ হলেন। কতদিন আর এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে থাকবেন শহরের মানুষ? প্রতবিাদের ঝড় উঠল, মানুষের বিক্ষোভ আরও বেশি করে দানা বাঁধল। সবারই কণ্ঠে একই কথা—জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, গাছ কেটে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার তোড়জোড় নেই।

অবস্থা বেগতিক দেখে এবং নাগরিকদের চরম দুরবস্থার কথা ভেবে অবশেষে সরকারের সম্বিৎ ফিরল এবং সেনার সাহায্য নেওয়া হল কলকাতর স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার কাজে সাহায্য করতে। সেনা নামাতে খুশি হলেন অনেকে, কিন্তু প্রশ্ন তুললেন এত দেরিতে সরকারের এই শুভবুদ্ধির উদয় হল কেন? গাঠ কেছে, রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে জওয়ানরা যে পরিদর্শিতার নজির রাখলেন, তার জন্য তাদের ধন্যবাদ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তারা এ কাজে তৎপরতা দেখানোর ফলে অনেক অঞ্চলে বিদ্যুৎ চলে এলে, বিদ্যুৎ আসাতে পাম্প চালানো গেলে, সুতরাং পানীয় জলের সরবরাহও শুরু হল। ধীরে ধীরে শহর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করল, যদিও করোনার আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে লকডাউন চলছে, তাই সে অর্থে শহরের স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আলিপুরের অবহবিজ্ঞানীরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছিলেন যে এবার কলকাতায় আম্ফান তার তেজ দেখাবে বেশি, পলে শহরের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আম্ফানের গতিবিধি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা যখন এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন এবং রাজ্য সরকারকে তা জানালেন, তা সত্ত্বেও রাজ্য প্রশসন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এমন ঢিলেঢালা মনোভাব নিল কেন? কারও কারও মতে সরকার হয়ত ভেবেছিল অতীতে যেসব ভয়াবহ সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় এসেছিল তা রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলি ছুঁয়ে তেমন পরাক্রম না দেখিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল, এবার ও সেখানে তাণ্ডব না দেখিয়ে তার শুক্তি হ্রাস পাবে এবং নিস্তেজ হয়ে পড়বে। বলা হয়েছিল এটাই ঘূর্ণিঝড়ের রুট---এবার হয়ত আম্ফাত সেই পথেই যাবে।

তবে প্রশ্ন জাগে বারবার আবহাওয়া অফিস যখন বলছে কলকাতা এবার হয়ত ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবে,তা সত্ত্বেও কলকাতাকে এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে বাঁচাতে কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্য প্রশাসন তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না কেন? শহরে যখন আম্ফানের তাণ্ডব চলছে, তখন ভাবা হল ও উল্লিখিত পথেই তা হাঁটবে। এইরকম মনোভাবই শেষ পর্যন্ত কাল হল। বোকা বনল পুর ও রাজ্য প্রশাসন।

এই ধরনের প্রবল ঘূর্ণিঝড় হলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সরবরাহ। কলকাতা একটি জনবহুল ঘিঞ্জি শহর, ইদানিং গাছের সংখ্যাও বেড়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় তাই আম্ফানের দাপটে কয়েক হাজার গাছ ভেঙে পড়েছে। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (সিইএসসি) অতীতে অনেক দুর্যোগে বিদ্যুৎ পরিষেবা তৎপরতার সঙ্গে চালু করে সুনাম কুড়িয়েছে। এবারই দেখা গেল এই সংস্থাটি অবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে পারল না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, সিইএসসি সরকারি সংস্থা নয়। তাই বলেকয়ে কাজ করাতে হচ্ছে। সিইএসসির বিরুদ্ধে এবার শহরের নাগরিকদের ক্ষোভ বেশি। অভিযোগ, অনেক অঞ্চলে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়া গাছ সেনা জওয়ানদের তৎপরতায় সরিয়ে ফেলার ওপর ওই সংস্থার কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সরবরাহ চালু করতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে দেখা যায়নি। এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তা মারাত্মক। এই সংস্থার কর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন, লকডাউনের কারণে অনেক কর্মী বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজে লাগানো যায়নি। এটা হয়ত একটা, কারণ, কিন্তু যে কর্মীরা হাজির ছিলেন, তাদেরও কাজে ত্রুটি ছিল বলে নাগরিকদের অভিযোগ।

অপরদিকে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলি দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করতে তেমন তৎপরতা দেখাতে পারেনি। ফলে বিপর্যস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় দল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে অনেক বিলম্ব হয়। অনেক দুর্গত অঞ্চলে মানুষ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তবে বন্টন কোম্পানির কোনও কোনও অঞ্চলে বারো ঘণ্টা পরেই বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়। আম্ফান বিদ্যুৎ সরবারাহ ব্যবস্থা একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অসংখ্য বিদ্যুতের স্তম্ভ উপড়ে পড়েছে, হাই এবং লো টেনশন তার ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে বটে, অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগছে। শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে মাঠে সবজিরও। ফলে আনাজপাতির মূল্য অস্বাভাবিকবাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে আম্ফানের তাণ্ডব ব্যাপক ক্ষতি এবং জনজীন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার খবর জেনে অনেকটা দেরিতে হলেও সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি দুর্গত এলাকা আকশপতে দেখতে রাজ্যে এসেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একই যানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পুনর্গঠন এবং ত্রাণের কাজে এক হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া কথা ঘোষণা করে গেছেন।

একদিকে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ আনতে লকডাউন সহ অন্যান্য বিধিনিষেধ যখন চলছে তখনই এল এই ঘূর্ণিঝড়। শুধু এল না, সব কিছুই ওলোটপালোট করে দিল। রাজ্য প্রশাসন গভীর সঙ্কটে পড়ল, এই উভয়ের মোকাবিলা করতে। যখন রাজ্যে করোনার আক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল, তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স বলেছিলেন, রাজ্যের সীমিত অর্থবল নিয়েই করোনার সঙ্গে তিনি লড়ে যাবেন। লড়ছিলেনও, কিন্তু হঠাৎই আম্ফান সব হিসেব পাল্টে দিল। পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সরবরাহ স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে বললেন রাজনৈতিক স্বার্থ পরিহার করে। বললেন, ভুলত্রুটি হতে পারে, তা নিয়ে রাজনীতি নয়, চাইলেন সকলের সহযোগিতা। এই কঠিন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন প্রশংসনীয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যেখানে রাজনীতি, এই ধরনের বিপর্যয়েও মাথা চাড়া দেবে না, তা কী হয়? বিরোধী দলগুলির কাছে এটাই তো সুযোগ। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, দলের হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ঠিকই কিন্তু কারণে অকারণে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রায় প্রশাসনের সব কাজেরই সমালোচনা করতে ছাড়েন না। গণতন্ত্রে সমালোচনার স্থান আছে, তবে এই ধরনের কঠিন সময়ে এখন সমালোচনা নয়, যা ক্ষতি ডেকে আনে। সুতরাং আম্ফানের ধ্বংসলীলার পর, পুনর্গঠন এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার কাজে নানা ভুলভ্রান্তির সমালোচনায় তিনি মুখর হলেন। কিন্তু সবচাইতে যেতা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল হঠাৎ করে রাজনীতির আসরে নেমে পুরসভার ব্যর্থতা তুলে ধরতে এই সময়টা বেছে নিলেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিজেপিতে অন্তরালে আছেন, বিজেপিতে নাম লেখানোর পরও। এখন তিনি বিজেপিতে না তৃণমূলে, তা রহস্যে ঘেরা।

নাম না করে শোভনবাবু, একদা তাঁর সহকর্মী এখন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে শহরে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যর্থতারজন্য কঠোর সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, আবহাওয়া অফিসের বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও কলকাতার ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে তার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। যখন নিলেন তখন 'রোগী ভেন্টিলেশনে চলে গেছে। প্রাক্তন মেয়রের সমালোচনার ধারাটা বেশি হওয়াতে তার জবাবে ফিরহাদ সাহেব বললেন, সমালোচনার করা যায়, কিন্তু কাজ করা অন্য জিনিস। তবে পুরসভা সঠিকভাবে অবস্থার মোকাবিলা করতে যে ব্যর্থ তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আয়লার ধ্বংসলীলা থেকে রাজ্য সরকারের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হয়নি তা বোঝা গেল আম্ফানের ভয়াবহ তাণ্ডবের প্রেক্ষিতে।

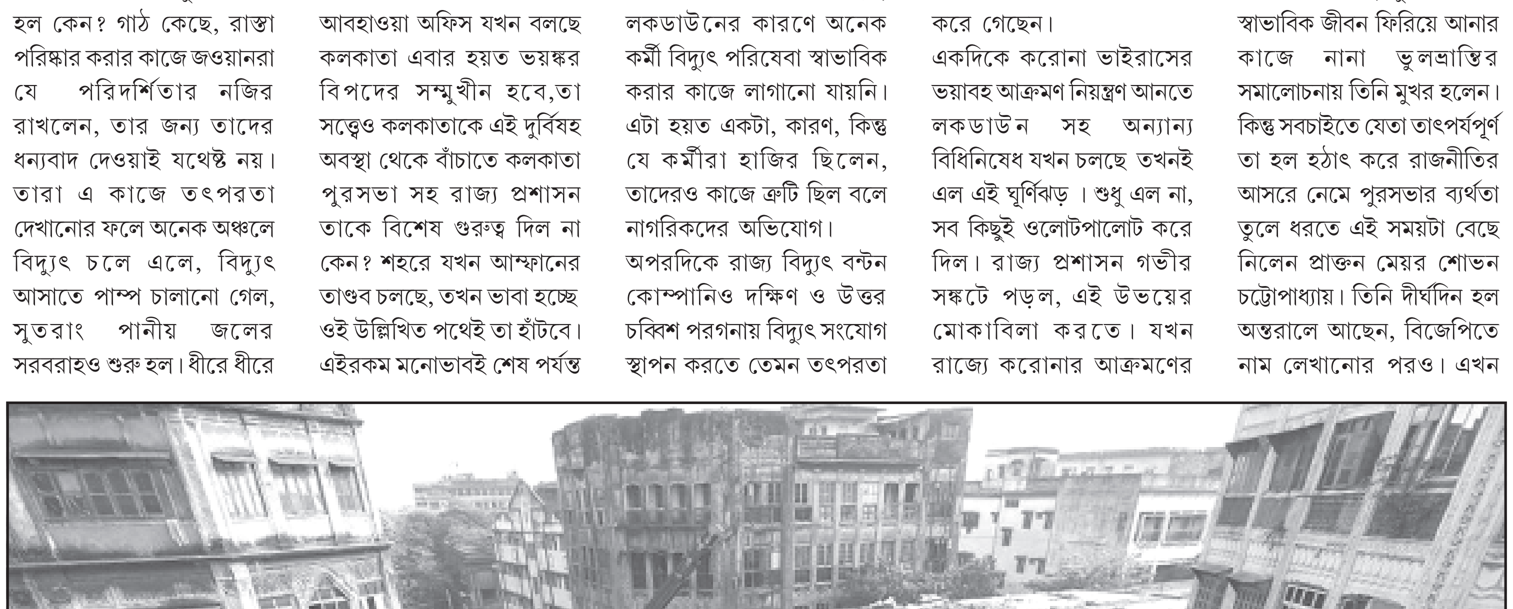

শনিবার সিআইটিইউ এক প্রতিবাদ সভা করেন। ছবি- নিজস্ব।

অসমে বনাঞ্চলের পরিসর বেড়েছে, দিহিং-পাটকাইয়ে কয়লা খনন হচ্ছে না দাবি বনমন্ত্রী পরিমলের

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : ১৯৭৩ সাল থেকে দিহিং পাটকাইয়ে কয়লা খনন করছে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড নামের সংস্থা। লিজে নেওয়া খনন কার্যের মেয়াদ ২০০৩ সালে সমাপ্ত হলেও সংস্থাটি তাদের খনন চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে বিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রের কাছে কোনও প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। তবে অবৈধ খননের দায়ে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে ৪৩.২৪ কোটি টাকার জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার এখানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। বনাঞ্চল তথা দিহিং পাটকাইয়ে কয়লা খনন সম্পর্কে রাজ্যের নানা মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য দিহিং পাটকাইয়ে কয়লা খননের স্থান পরিদর্শন করে এসেছেন। এখানে এসে তিনি আজ এ ব্যাপারে তথ্য দিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। মন্ত্রী জানান, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে ৪৩.২৪ কোটি টাকার জরিমানা করা হলেও এখনও তার কানাকড়ি আদায় হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী জানান, গত ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিহিং পাটকাইয়ে কয়লা খনন কার্য।

পরিমল বলেন, অসমের কোনও জায়গায় বর্তমান সরকার বন ধ্বংস করে মাইনিং হতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার দিহিং পাটকাই বর্ষারণ্যে কয়লার মুক্ত খননের অনুমতি প্রদান করেছে বলে ভুয়ো খবর চাউর করে অসমজুড়ে হই-হট্টগোল শুরু হয়েছে। এ সবের কোনও ভিত্তি নেই, দাবি মন্ত্রীর। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দিহিং পাটকাইয়ে কয়লার অবৈধ খনন চলছিল।

রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে ৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের দাবি, তাঁর দফতর ঘুমিয়ে নেই, রাজ্যের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে ২২২ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল বেড়েছে। প্রায় ৬৭ বছর পর ২৭০০ বিঘা ভূমি কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানকে সমঝে দেওয়া হয়েছে। বন বিভাগ ২৩৯ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ওই সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিও ছিলেন। তিনি বলেন, দিহিং পাটকাইয়ের এক ইঞ্চি মাটিতে কয়লা খনন চালানো হয়নি। বিশাল বনাঞ্চলে গোপনে যদি কেউ খনন করে থাকে তবে সে সম্পর্কে সরকার জ্ঞাত নয়। বন্যার সময় কেন্দ্রীয় সরকার বন্যপ্রাণীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করছে। এ ক্ষেত্রে মোদী সরকারই প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন তুলে ধরেছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রীর।

সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি রুটে চলবে বেসরকারি বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ মে (হি.স.) : গত বুধবার থেকে আন্তঃজেলা সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হওয়ার পর আগামী সোমবার থেকে রাস্তায় নামতে চলেছে বেসরকারি বাস। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি রুটে বাস নামানো হচ্ছে বলে নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জারস ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে।

ভাড়া সংক্রান্ত জট থাকার কারণে প্রশাসনিক অনুরোধ সত্ত্বেও বাস না নামানোর ব্যাপারে অনড় থাকলেও শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিটি আসনেই যাত্রী বসতে পারার ঘোষণা করা হয়। এরপরই আগের ভাড়াতেই বেসরকারি বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কমিটির তরফে জানানো হয়। যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে পর্যায়ক্রমে বাস ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক প্রণব মানি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি রুটে বাস ছাড়ার সিদ্ধান্ত হলেও পাহাড় রুটে বাস ছাড়ার ব্যাপারে এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে হিলি রিজিওন মিনি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মানস তরফদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা বাস চালানোর জন্য প্রস্তুত। সিকিমে এখনও বাস নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ে গাড়ি ওঠানোর ব্যাপারে আপাতত জিটিএ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও পাহাড় রুটে বাস চালাতে পারব না।' প্রতিটি আসনেই যাত্রী বসার নির্দেশিকা জারি হতেই বেসরকারি বাস চালানোর ব্যাপারে ভাড়া সংক্রান্ত জট কাটল। প্রসঙ্গত, বাসে সর্বাধিক ২০ জনকে নিয়ে চালানোর নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরই বেসরকারি বাস মালিকরা ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন।

করোনায় আক্রান্ত পাইলট, মাঝপথেই ফিরে এল দিল্লি-মস্কো এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত পাইলট। তড়িঘড়ি মাঝপথ থেকেই ফিরিয়ে আনা হল দিল্লি-মস্কো এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান। করোনা আক্রান্ত পাইলট কীভাবে বিমান নিয়ে উড়ে যেতে পারলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

"বন্দে ভারত" মিশনের আওতায় ওই এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৯৪৫ বিমানটি মস্কো যাচ্ছিল। তবে তাতে কোনও যাত্রী ছিলেন না। এয়ার ইন্ডিয়ার শীর্ষ আধিকারিকরা বলেন, 'যখন এ৩২০ উড়ানটি উজবেকিস্তানের আকাশসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, তখন আমাদের টিম বুঝতে পারে যে একজন পাইলটের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বিমানে কোনও যাত্রী ছিলেন না। কারণ সেটি বন্দে ভারত মিশনের আওতায় মস্কোয় আটকে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছিল।' বিষয়টি নজরে আসার পরই দ্রুত পাইলটদের দেশে ফিরতে বলা হয়। সেইমতো দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ বিমানটি দিল্লিতে অবতরণ করে। আপাতত বিমানটির শুদ্ধিকরণ করা হচ্ছে। ওই বিমানের সব কর্মীদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁদের রোস্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে মস্কোয় অপর একটি বিমান পাঠানো হবে।

বিষয়টি নিয়ে জাতীয় উড়ান সংস্থার এক আধিকারিক জানান, কোনওরকম আন্তর্জাতিক উড়ানের আগে বিমানকর্মীদের করোনা পরীক্ষার জন্য একটি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তবে কীভাবে করোনা আক্রান্ত পাইলট বিমান নিয়ে উড়ে যেতে পারলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

করোনা মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কাটিগড়া মডেল হাসপাতাল পরিদর্শন ডিসি কীর্তি জল্লির

কাটিগড়া (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আজ শনিবার জেলার কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। পজিটিভ প্রাপ্ত ক্রমবর্ধমান রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন জেলাশাসক।

অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি কাটিগড়া মডেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রত্না চক্রবর্তী, ডা. মনজুরুল হক সহ অন্য চিকিৎসক এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথা বলেছেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো, সুবিধা এবং অন্যান্য দিকও খতিয়ে দেখেছেন জেলাশাসক কীর্তি।

পরে সংবাদ মাধ্যমের সাথে আলাপচারিতায় জেলাশাসক বলেন, করোনা মোকাবিলায় জেলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নিত্যদিন বাড়ছে। তবে কোনও নালা নর্দমা থেকে এই করোনা সংক্রমণ ঘটে না। যে সব করোনা পজিটিভের রোগী পাওয়া গেছে সবাই বহিঃরাজ্য ফেরত। তাই সাধারণ মানুষকে এজন্য আতঙ্কিত না হতে বলেন ডিসি। তিনি আরও বলেন, মহামারি করোনা মোকাবিলায় প্রশাসন ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। যারা নিরলস পরিশ্রম করে কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে। সেই সকল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা করতে সর্বস্তরের জনতার কাছে আহ্বান জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

পশ্চিমবঙ্গে লকডাউন বাড়ল ১৫ জুন পর্যন্ত

কলকাতা,৩০ মে (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গোটা দেশে ৩০ জুন পর্যন্ত লক ডাউন বর্ধিত করেছে। এরমধ্যেই আরও দুই সপ্তাহ অর্থাৎ ১৫ লক পর্যন্ত ডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। শনিবার কেন্দ্রের ঘোষণার পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হযেছে নবান্নের তরফে। তবে পঞ্চম দফার লকডাউনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে কেন্দ্রের মতই ছাড় দিয়েছে রাজ্য। ১৫ জুনের পর পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবে রাজ্য।

এদিনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কনটেনমেন্ট জোন এ -তে সব কিছুই বন্ধ থাকবে। তবে কনটেনমেন্ট জোন বি-তে শর্ত সাপেক্ষে কিছু দোকান খোলা থাকবে এবং কনটেনমেন্ট জোন সি-তে আরও বেশি কিছু দোকান খোলা রাখা যাবে। এছাড়াও সংক্রমিত এলাকার বাইরে শর্ত সাপেক্ষে কিছু বিষয় শিথিল করা হয়েছে।

সেগুলি এক নজরে

চা ও পাট শিল্পে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করা যাবে।

ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করা যাবে।

নির্মাণ শিল্পে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করা যাবে।

রাজ্যের মধ্যে এক জেলা থেকে অপর জেলায় বেসরকারি বাস চলাচল করতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে বাসে যে কয়টি আসন রয়েছে সে কজন যাত্রী নেওয়া যাবে। কোন যাত্রী দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন না। প্রত্যেক যাত্রীকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান গুলি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ধর্মীয় স্থান খুলতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে ১০ জনের বেশি একসাথে ধর্মীয় স্থানে প্রবেশ করা যাবে না। ধর্মীয় স্থানে বড় জমায়েত ও উৎসব করা যাবে না।

টিভির পোস্ট প্রোডাকশন বা শুটিংয়ের ক্ষেত্রে ঘরে থেকে কাজ করা যাবে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ৩৫ জনের বেশি একত্রে মিলিত হওয়া যাবে না।

৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে সরকারি অফিসগুলোতে কাজ চলবে ৮ জুন থেকে। বেসরকারি অফিসগুলি নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে বাড়িতে বসে কাজ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছে রাজ্য সরকার।

৮ জুন থেকে কন্টাইন্মেন্ট জোনের বাইরে হোটেল রেস্তোরা ও শপিংমল খোলা যাবে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কন্টেনের বাইরে এই সকল বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরো জানানো হয়েছে প্রশাসনের নির্দেশ না মানলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিবসাগরে একান্তবাসীর বাইরে ঘোরাফেরার অভিযোগ, প্রশাসনের কড়া হস্তক্ষেপ দাবি স্থানীয়দের

শিবসাগর (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসের আবাসিক জনৈক ব্যক্তি বাইরে জনবহুল এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন। স্থানীয় স্টেশন চারালিতে একটি হোটেলে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ব্যক্তিটি রুম থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরাফেরা করার অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রসাসনকে কড়া হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর ওই ব্যক্তিকে শিবসাগর শহরের এএসটিসি-র কাছে এক হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাকে হোটেল থেকে বেড়িয়ে এসে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। কোয়ারেন্টাইন নীতি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। এছাড়াও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ব্যবস্থাকৃত হোটেলগুলির বাইরে পুলিশের নজরদারির ব্যবস্থা করতেও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যাতে কোয়ারেন্টাইনের আবাসিকরা যেমন ইচ্ছা তেমন বাইরে বেড়িয়ে অন্য মানুষের সংস্পর্শে না আসতে পারেন। এদিকে ইতিমধ্যেই রাজ্যে মহামারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১১০০-এ পৌঁছে গেছে। প্রতিদিন শতাধিক মানুষ বাইরের রাজ্য থেকে ট্রেন, বাস, বিমানে করে অসমে প্রবেশ করছেন। গতকাল কুয়েত থেকে একটি বিমান গুয়াহাটি বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করেছে। ফলে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। করোনাক্রান্তদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। সরকারের তৈরি করে দেওয়া কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ছাড়াও বিভিন্ন জেলার হোটেল, লজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

বর্ষপূর্তিতে বিজেপিকে আত্ম নিরীক্ষণের বার্তা মায়াবতীর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজেপি কর্মীদের আত্ম নিরীক্ষণের বার্তা দিলেন বিএসপি সুপ্রিমো ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী।

বিজেপির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রায় তিনটা টুইট করেছেন মায়াবতী। প্রথম টুইটে তিনি লিখেছেন, বিজেপির তরফ থেকে যে প্রতিশ্রুতি এদিন দেওয়া হয়েছে তা বাস্তব পরিস্থিতি এবং জনগণের চিন্তাভাবনার বাইরে না হলে ভালই হয় ।বিজেপির এই কার্যকাল বিবাদের মধ্যে কেটেছে ।ফলে তাদের উচিত জনহিত জন্য আত্ম নিরীক্ষণ করা। দেশের ১৩০ কোটি জনসংখ্যার বেশিরভাগই দরিদ্র, শ্রমিক, কর্মহীন, মহিলাদের জীবন আগে থেকেই দুঃখ কষ্টের ভরা। বর্তমানে যা শীঘ্রই ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে নিজেদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া উচিত কেন্দ্রের ।ব্যর্থতা গুলিকে আড়াল না করে তার সংশোধন করা উচিত।

নদীভাঙন ও বন্যা বিধ্বস্তদের পুনঃসংস্থাপনে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ প্রস্তাব দাখিল করবে রাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

গুষাহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯, বন্যা, নদীভাঙন, ঝড়-বৃষ্টি, আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের মতো দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে অসমবাসীকে। সাধারণ মানুষ এবং রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সহযোগিতায় এই সব দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রাজ্যে নদী ভাঙনের সমস্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে গণ্য করে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষকে সাহায্য এবং পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, দাখিলকৃত প্রতিবেদনে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে কমিশন। কমিশন বন্যা এবং নদী ভাঙন সমস্যাকে দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ-এর অধীনে সাহায্য এবং পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন পরামর্শ সংবলিত প্রতিবেদন দাখিল করেছে বলে জানিয়েছে। অসমে নদী ভাঙন তথা বন্যা বিধ্বস্তদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য এক বিশেষ প্রস্তাব দাখিল করতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছিল। তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবে। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের দীর্ঘদিনের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের বন্যা এবং ভাঙন সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন। চলতি বছরে এসডিআরএফ তহবিলে কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ভারত সরকার ৭৭২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এর ৩৮৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে রাজ্য পেয়েছে। বন্যা বিধ্বস্তদের সাহায্যের জন্য এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের কাছে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অর্থ পাঠিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রাণশিবিরে বন্যার্তরা যাতে সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগত মানসম্পন্ন খাবার, অন্যান্য সামগ্রী, শিশুখাদ্য এবং পশুর জন্য খাবার পান সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনগুলিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অবহেলা বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও নাকি জেলাশাসকদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে জলসম্পদ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ সব কাজে সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা বিধ্বস্তরা যাতে কোনও ধরনের সমস্যার মুখোমুখি না হন সেদিকে নজর রাখতে বিভিন্ন জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনায় মৃতের ব্যাগ খুলে সৎকার মহারাষ্ট্রে, আক্রান্ত আরও ১৮ জন

মুম্বই, ৩০ মে (হি.স.) : করোনায় মৃতের ব্যাগ খুলে সৎকার মহারাষ্ট্রে। মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ১৮ জন। মহারাষ্ট্রের উল্লাসনগরের এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে। যদিও করোনায় মৃতের ব্যাগ খুলে সৎকার করায় ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের উল্লাসনগরে এক মহিলা করোনার উপসর্গ নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। মহিলার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে করোনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ২৫ মে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট করোনা পজিটিভ আসে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহটি একটি প্লাসটিক ব্যাগে মুড়ে পরিবারের হাতে তুলে দেয় ।মৃতদেহ পরিবারের হাতে দেওয়ার সময় ওই ব্যাগ খুলতে নিষেধ করা হয় পরিবারের সদস্যদের। ব্যাগ-সহ যাতে মৃতের সৎকার করা হয় সেব্যাপারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের সদস্যদের। তবে মৃতদেহ নিয়ে ফিরে নিজেদের মতেই সৎকার করা হয় ওই মহিলার। সৎকারের আগে ব্যাগ খুলে দেহ বের করে রীতি-নিয়ম পালন করা হয় পরিবারের তরফে। সৎকারের সময় ৭০-৮০ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

পরে তাঁদের করোনা পরীক্ষা করানো হলে ১৮ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত ৫০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

তাঁদের উপরও নজর রাখছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। সেই সঙ্গে করোনায় মৃতের ব্যাগ খুলে সৎকার করায় ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

করোনা রোধে শোধন করা হল সংসদ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় বড় হাতিয়ার হচ্ছে নিজেকে এবং পরিসরকে স্বচ্ছ রাখা। সেই লক্ষ্যে রাজধানী দিল্লির গোটা সংসদ ভবন জুড়ে শোধন বা স্যানিটেশনের কাজ চলল।

কেন্দ্রীয় লোক নির্মাণ বিভাগ, নয়াদিল্লি পৌরনিগম এবং অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় বৃহৎ আকারে এই শোধন প্রক্রিয়া চলে। এই শোধনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে করোনা মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। যাতে করে সংসদ ভবনের কর্মীরা নির্দ্বিধায় ও নির্ভয় নিজের কাজ করে যেতে পারে। এর আগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা করোনা রোধে সংসদ ভবনের সচিবালয় তরফ থেকে নেওয়া যাবতীয় প্রস্তুতি দিক খতিয়ে দেখেন। এর আগে ২১ মার্চ এমন ধরনের অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই সময় লোকসভার অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন করোনা মোকাবিলায় সংযম এবং গণসচেতনতা একান্তভাবেই জরুরি। এরপর বিভিন্ন উপায়ে একাধিকবার স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়। সংসদ চত্বরে এবং তার পার্শবর্তী এলাকায় শোধনের কাজে সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড এর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি সংসদের শৌচাগারগুলি ও শোধন করা হয়েছে।

শনিবার ১০৩২৩ শিক্ষকরা আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

করোনাভাইরাস- আতঙ্ক নয়, চাই সাবধানতা

সাবধান থাকা অবশ্যই ভালো, তবে আতঙ্ক কখনই ভালো নয়।

করোনোভাইরাস ছড়ানো নিয়ে আশঙ্কা

করোনাভাইরাসের কথা এখন প্রায় সবার জানা। আশপাশের কেউ হাঁচি-কাশি দিলেই সবার আগে এই ভাইরাসের কথাই মাথায় আসে।ভারতের 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'য়ের 'পালমোনোলজিস্ট' বা শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ ডা. করন মাদান বলেন, "করোনাভাইরাসের অধিকাংশ উপসর্গই মিলে যায় সাধারণ মৌসুমি সর্দিজ্বরের সঙ্গে। তাই কারও সমস্যা যদি মৃদুমাত্রার হয় তবে আমরা বলব করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে তার চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। মৃদুমন্দ জ্বর, কাশি, কফ ইত্যাদি হলে বিশ্রাম নিন এবং প্রচুর তরল পান করুন।""করোনাভাইরাস কয়েক ধরনের আছে, যার মধ্যে কিছু ভাইরাসের আক্রমণে সামান্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। তবে আমরা চিন্তিত সেইসব রোগীদের নিয়ে যাদের প্রচণ্ড জ্বর এবং দম বন্ধ হয়ে আসার উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তাদের নিয়ে।"

তিনি আরও বলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং করোনাভাইরাসে উপসমের মধ্যে অনেক মিল। এখনও পর্যন্ত এই দুই ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারা বেশ জটিল। নাক দিয়ে পানি আসলে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে, জ্বর হলে সবার উচিত হবে বিশ্রাম নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ভাইরাস-রোধক ওষুধ সেবন করা।"ভারতের 'সেন্টার ফর ডিজিজ ডাইনামিক্স, ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি'র মহাপরিচালক প্রফেসর রামানান লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "যেসব প্রবীণ একাধিক রোগে ভুগছেন যা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিংবা যারা হৃদরোগ ভুগছেন, ইতোমধ্যেই স্ট্রোক করেছেন, তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন তাদের বিপদ বেশি। কারণ করোনাভাইরাসে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রবীণরাই।"প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। মানুষের করমর্দন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে, অপরিষ্কার হাত দিয়ে মুখমণ্ডল স্পর্শ করা বর্জন করতে হবে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হতে হবে, অসুস্থ মানুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোনো স্থান নিয়ে আশঙ্কা থাকলে তা ভাইরাসমুক্ত করতে 'হাইড্রোজেন পারোক্সাইড' ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি-কাশি দিতে হবে কনুইয়ের ভাঁজে। নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের মানুষদেরও সচেতন করতে হবে।"

করোনাভাইরাস: আপনার মোবাইল নিরাপদ তো?

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন মুখে মাস্ক পরে। কিন্তু তাতে ঝুঁকি কমছে কতটা?চিকিৎসকরা বলছেন, সংক্রমণ এড়াতে চাইলে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভালো। সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও নিরাপদ রাখতে হবে। আর নিত্য ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে মোবাইল ফোন সবচেয়ে বেশি অপরিচ্ছন্ন থাকে বলে এর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে সিঙ্গাপুরের

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন করোনাভাইরাস থেকে দূরে থাকতে চাইলে নিজের মোবাইলফোনটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা মাস্ক পরার চেয়েও কার্যকর হতে পারে।গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরের চার চিকিৎসক কোলেন থমাস, জুডি চেন, থাম হো মেং এবং লিম পিন পিন দেশটির জনসাধারণকে মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে একটি বার্তা দিলে তা মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়ে।কিন্তু চার চিকিৎসকের ওই বার্তা নাচক করে সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, করোনাভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় কি না তা এখনও প্রমাণিত নয়। ফলে মাস্ক ব্যবহার করেই যে করোনাভাইরাসের বিপদ থেকে দূরে থাকা যাবে- সে নিশ্চয়তা নেই।বরং সংক্রমণ ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে হাতের মোবাইলফোনটিকেই তালিকায় সবার আগে রাখছেন সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল সেবার পরিচালক কেনেথ ম্যাক।এর আগে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, টয়লেটের কমোডে বসায় জায়গাটির চেয়েও মোবাইল ফোনের গায়ে বেশি রোগ-জীবাণু পাওয়া যায়, কারণ মানুষ নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার করলেও দিনের বড় একটি সময় হাতে রাখা মোবাইল ফোনটির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভাবে না।

২০১৮ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির চার জন গবেষক তাদের এক গবেষণায় দেখান, ফোনের স্ক্রিনের চেয়ে যন্ত্রটির গায়ে এবং ফোনের যে কভার থাকে তাতেই বেশি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।কথা বলার সময় ফোন থাকে চোখ, নাক ও ঠোঁটের কাছাকাছি। ফলে এসব অঙ্গের মাধ্যমে সহজেই মানুষের শরীর ভাইরাসে পৌঁছে যেতে পারে ভাইরাস।যারা টয়লেটেও মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখার অভ্যাস করেছেন, রোগজীবাণুর বিস্তার রোধে এখনই তাদের সে অভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা। ফোনকে কীভাবে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা যায়?

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন বলছে, আল্ট্রাভায়োলেট স্মার্টফোন সেনিটাইজার ডিভাইস ব্যবহার করে ফোনের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা সম্ভব। এছাড়া অ্যালকোহল দ্রবণও কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।তারা বলছেন, হাতের কাছে কিছু না পেলে মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে ফোন মুছে নিলেও সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

পোশাককর্মীর জন্য সোনুর বিশেষ বিমান

করোনাকালে বলিউড তারকারা সবাই কমবেশি সাধারণ মানুষের পাশে নানাভাবে দাঁড়িয়েছেন। তবে এ বিষয়ে শাহরুখ খান, সালমান খান, অক্ষয় কুমারদের সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিচ্ছেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। করোনার কারণে শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, এই বলিউড অভিনেতা মুম্বাইয়ে নিজের হোটেলের দরজা খুলে দিয়েছেন কোয়ারেন্টিন সেন্টারের জন্য। তবে এখন তাঁর মূলমন্ত্র পরিযায়ী শ্রমিকদের ভালোভাবে নিজের বাসায় ফেরানো। দিন—রাত এক করে এই কাজে মেতেছেন সোনু। এর আগে সোনু ১০টি বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেগুলো ৩৫০ শ্রমিককে তাঁদের কর্মস্থল মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটক নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল। এরই মধ্যে আবারও এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিলেন তিনি।

এবার সোনু ১৭৭ নারীর নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য জন্য বিমানের ব্যবস্থা করলেন। দেশজুড়ে লকডাউনের কারণে কেরালা রাজ্যের এর্নাকুলামে তাঁরা আটকে পড়েছিলেন। এই ১৭৭ নারী স্থানীয় এক ফ্যাক্টরিতে সেলাইয়ের কাজ করতেন। লকডাউনের কারণে তাঁরা নিজের রাজ্য ওড়িশায় ফিরতে পারেননি। এদিকে করোনার কারণে তাঁদের ফ্যাক্টরিও বন্ধ ছিল। তাই এই ১৭৭ জন নারী চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

খবর অনুযায়ী, সোনু ভুবনেশ্বর এবং কোচ্চি বিমানবন্দর চালু করার অনুমতি সরকারের থেকে নিয়েছেন। ১৭৭ মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য সোনু বেঙ্গালুরু থেকে এক বিশেষ বিমান আনানোর ব্যবস্থা করেন বলে জানা গেছে। এই বিমানটি বেঙ্গালুরু থেকে কেরালার কোচ্চি বিমানবন্দরে গেছে। সেখান থেকে ১৭৭ মেয়েকে নিয়ে বিমানটি পাড়ি দেবে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে। ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকে তাঁদের বাসায় যেতে সময় লাগবে দুই ঘণ্টা মতো। পরিবারের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সবাই সোনুর প্রশংসায়

আমির থাকছেন না, থাকবেন সালমান

এ বছরের ঈদে নিরাশ হয়েছেন সালমান খান ভক্তরা। করোনার কারণে এবারের ঈদে তাঁদের প্রিয় ভাইজানের ছবি মুক্তি পায়নি। বেশ কয়েক বছর ধরেই ঈদে সালমানের ছবি মুক্তির অপেক্ষায় থাকেন তাঁর হাজার হাজার অনুরাগী। আর সালমানও তাঁদের নিরাশ করেন না। করোনার কারণে দুই মাসের বেশি সময় ধরে তালা ঝুলছে ভারতের সব প্রেক্ষাগৃহে। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং ছবির শুটিং মাঝপথে বন্ধ। এদিকে সালমানের বহু প্রতীক্ষিত ছবি "রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই"-এর শুটিং শেষবেলায় এসে থেমে গেছে। আর মাত্র ১০ দিনের শুটিং বাকি ভাইজানের এই ছবির।

জানা গেছে, লকডাউন উঠে গেলে তড়িঘড়ি করে "রাধে" ছবির শুটিং শেষ করবেন নির্মাতা। সাধারণত আগে শুটিং শেষ হয়। তারপর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ছবির শেষ অংশের শুটিং বাকি, এর মধ্যে এই ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এবার আসা যাক "রাধে" ছবির মুক্তির প্রসঙ্গে। মাঝে বিটাউনে শোনা যাচ্ছিল যে সালমানের এই ছবি ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পেতে চলেছে। পরে জানা যায়, বিগ বাজেটের এই ছবি কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, প্রযোজকেরা মোটেই তা চান না। এখনকার খবর অনুযায়ী, "রাধে" বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে। বড়দিনে আমির খান অভিনীত "ফরেস্ট গাম্প"—এর হিন্দি রিমেক "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে আমিরের এই ছবির শুটিং অনেকটাই বাকি। তাই এ বছর বড়দিনে "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর তার জায়গা নাকি নিতে চলেছে ভাইজানের "রাধে"। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের ছবি গেল বড়দিনে, আর বড়দিনের ছবির ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সালমানও চান যে বড়দিনে "রাধে" মুক্তি পাক। কারণ, ঈদের মতো এটাও একটা উৎসব বলে মনে করেন ভাইজান।

সত্যটা জানালেন জাহ্নবী

বলিউডি ছবি মুক্তি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে।

বিটাউনে জোর রব, একগুচ্ছ হিন্দি ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ডিজিটাল দুনিয়ায়। লকডাউনের কারণে প্রায় তিন মাস কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। দুই মাস ধরে তালাবদ্ধ সব প্রেক্ষাগৃহ। দেশের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। এর মধ্যে গুলাবো সিতাবো এবং শকুন্তলা দেবী ছবি দুটি ওটিটিতে আসতে চলেছে বলে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতারা।

আগামী ১২ জুন অমিতাভ বচ্চন ও আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত গুলাবো সিতাবো আসতে চলেছে আমাজন প্রাইম ভিডিওতে। শকুন্তলা দেবী ছবিটিও আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে। তবে বিদ্যা বালান অভিনীত এ ছবির মুক্তির দিন এখনো ঘোষণা হয়নি। শোনা গিয়েছিল, জাহ্নবী কাপুরের গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল ছবিটিও ডিজিটালে মুক্তি পাবে। তবে বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ জাহ্নবী। আসল সত্য ফাঁস করেছেন এই বিটাউনকন্যা।

বিটাউনে জোর গুঞ্জন ছিল যে জাহ্নবী কাপুর অভিনীত দুটি ছবি গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল এবং দোস্তানা টু ওটিটিতে আসতে চলেছে। জাহ্নবী নিজেই এ খবর ভুল বলে জানিয়েছেন। এই বলিউড অভিনেত্রী বলেছেন, "আমার কানেও এ ধরনের খবর আসছে। ছবির শুটিংই যদি সম্পন্ন না হয়, তাহলে তা রিলিজ হবে কি করে?

গুঞ্জন সাক্সেনার বায়োপিকের প্রায় ৩০ দিনের ভিএফএক্সের কাজ বাকি। আর দোস্তানা টু ছবির অর্ধেক শুটিং এখনো বাকি। তাই এখনই এই ছবি দুটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই কোথায় ছবি মুক্তি পাবে, সেই প্রশ্ন অবান্তর।"

জাহ্নবী ডিজিটাল দুনিয়ায় পা রেখেছেন আগেই। ১ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া নেটফ্লিক্সের ঘোস্ট স্টোরিজ-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে জাহ্নবীর অভিনয় রীতিমতো প্রশংসিত হয়।

ঘরে বসে সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দীপিকা

টানা দুই মাস লকডাউনের চূড়ান্ত সুফল ভোগ করেছেন বলিউডের রোমান্টিক দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। এই দুই তারকাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণভাবে সক্রিয়। হামেশাই তাঁরা তাঁদের অনুরাগীদের কাছে গৃহবন্দী দশার নানান রোমান্টিক মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। কখনো দীপিকাকে দেখা গেছে রান্নাঘরে গিয়ে রণবীরের জন্য বিশেষ কোনো পদ রান্না করতে, আবার কখনো সবাই সাক্ষী হয়েছেন রণবীর-দীপিকার প্রেমে ভরা খুনসুটির। তাঁদের এক চুমুর ভিডিও তো প্রায় কোটিবার দেখা হয়েছে ইনস্টাগ্রামে। লকডাউনে মানুষের মন ভালো রাখার উপায়ও বাতলেছেন বলিউডের 'মাস্তানি গার্ল'। এবার সবকিছু পাশে রেখে কাজে মন দিয়েছেন দীপিকা।

লকডাউনের মধ্যে ধীরে ধীরে কাজে ফিরছেন বলিউড তারকারা। সালমান খান এই সময় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে সঙ্গে নিয়ে দুটি গানের শুটিং সেরে ফেলেছেন। অক্ষয় কুমার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেরে ফেললেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অক্ষয় তাঁর আগামী ছবি 'বেল বটম'-এর চিত্রনাট্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে দীপিকা পাড়ুকোনও বাসায় বসে তাঁর আগামী ছবির প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

অনলাইনে চিত্রনাট্য শোনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। এবার এই গৃহবন্দী দশাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন দীপিকা। তাই নির্মাতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ব্যস্ত রাখছেন নিজেকে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন নতুন ছবির চিত্রনাট্য শুনছেন দীপিকা। এই সময় তিনি তাঁর আগামী ছবিটি চূড়ান্ত করতে চান। আর দীপিকার ইচ্ছা আবার কোনো নতুন রূপে দর্শকদের মন জয় করার। এর আগে পিকু, মাস্তানি, নয়না, ভেরোনিকা, পদ্মাবতীরূপে তিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। দীপিকা তাঁর এই ক্যারিয়ার গ্রাফকে আরও অনেক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলে জানিয়েছেন।লকডাউন না থাকলে দীপিকা এই সময় শ্রীলঙ্কায় তাঁর আগামী ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। শকুন বাত্রার ছবির মূল চরিত্রে আছেন তিনি। এই ছবির এখনো নাম ঠিক হয়নি। দীপিকা ছাড়া ছবিটিতে দেখা যাবে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও অনন্যা পান্ডেকে। দীপিকা অভিনীত '৮৩' ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবিতে রণবীর সিং ও দীপিকার জুটি দেখা যাবে। কবির খান পরিচালিত '৮৩' ছবিতে রণবীর ভারতীয় ক্রিকেটার কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্ত্রী রোমির চরিত্রে দেখা যাবে দীপিকাকে। বিয়ের পর এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে পর্দায় আসতে চলেছেন।

দীপিকার প্রেমকাহিনি শুনুন

রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত জুটিদের একেবারে প্রথম সারির প্রথম নামগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রথম তাঁদের দেখা হয়েছিল সিঙ্গাপুরের একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। এরপর থেকেই নাকি রণবীর তাঁকে পটানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দেন বলে জানান দীপিকা। তিনি ফিল্মফেয়ারের সম্পাদক জিতেশ পিল্লাইকে আরও জানিয়েছেন, সেই সময় নাকি রণবীর অন্য একজনের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিলেন। যদিও ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে রণবীরকে এসব কথা বলা হলে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করেছেন। আর মজা করে বলেছেন, 'কারও সঙ্গে হেসে, মিষ্টি করে দুটো কথা বললে কি তাকে পটানোর চেষ্টা বলে? এটা সাধারণ ভদ্রতা!' এরপর কত বসন্ত গেল। গতবার মেঘলা আকাশের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল সূর্যের হাসি। রণবীর আর দীপিকা মিডিয়ার সামনে দুজন দুজনের ভূয়সী প্রশংসা করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। দুজন দুজনের জীবনে আসার পর কী ঘটল, সেই বিষয়েও কথা বলেছেন তাঁরা। দীপিকা জানান, রণবীর তাঁর জীবনে আসার আগে দীর্ঘদিন তিনি একা ছিলেন। রণবীর কাপুর তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর অবসাদ, বিষণ্ণতা কাটিয়ে কাউকে নতুন করে ভালোবাসার সাহস, শক্তি জোগাড় করে উঠতে পারেননি। তারপর রণবীর যখন তাঁর জীবনে এল, দীপিকার জন্য সেটা ছিল স্বস্তির। দীপিকা বলেন, 'আমি হাঁপ ছেড়ে বললাম, যাক, এখন আমি একা নই। আমার মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার একটা মন জুটেছে। আর সেখান থেকে আমার প্রথম বিখ্যাত ডায়ালগ "এক চুটকি সিঁদুর" যখন রণবীর পরিয়ে দিল, আমি এর মাঝের কোনো একটা মুহূর্ত ভুলব না।' অন্যদিকে রণবীর জানান, দীপিকা তাঁর জীবনে এসেছেন

ফ্যাটি লিভারের রোগীদের জন্য কিছু পরামর্শ

প্রবীণ কিংবা যাঁরা হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের রোগী, তাঁদের মতো ফ্যাটি লিভারের রোগীরাও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন। ফ্যাটি লিভার একটি বিপাকজনিত সমস্যা। স্থূল মানুষদেরই এ সমস্যা বেশি হয়। এতে যকৃতের সমস্যা ছাড়াও ইনসুলিন রেজিসট্যান্স, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। কাজেই এই রোগীদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার যেমন কোমল পানীয়, চকলেট, ক্যান্ডি, কৃত্রিম জুস, ফ্রুকটোজ সিরাপ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি পরিহার করুন। এসব খাবারে থাকা বাড়তি চিনি শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয় এবং যকৃতে জমা হয়।

সম্পৃক্ত চর্বি একেবারেই কম খাবেন। গরু-খাসির মাংস, ঘি, মাখন দিয়ে তৈরি খাবার হলো সম্পৃক্ত চর্বি। এ ছাড়া ট্রান্সফ্যাটও ক্ষতিকর। বেকারির তৈরি কেক বিস্কুট, ফাস্ট ফুড ইত্যাদিতে আছে ট্রান্সফ্যাট আর সম্পৃক্ত চর্বি।

পরিশোধিত শর্করার চেয়ে অপরিশোধিত জটিল শর্করা খান। যেমন সাদা চিনি, সাদা ব্রেড, সাদা আটা বা ময়দা আর চিকন চালের পরিবর্তে লাল আটা, লাল ব্রেড বা লাল চাল ভালো। আঁশযুক্ত খাবার খান। খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করুন। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ বেশি থাকে।

সবুজ শাকসবজি খাবেন। ফলমূল খাবেন। খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন। ওমেগা-৩ ফ্যাট আছে এমন মাছ হলো রুপচাঁদা, টুনা, স্যামন, ইলিশ ইত্যাদি।

সবুজ শাকসবজি খাবেন

ফলমূল খাবেন

খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন

লো ফ্যাট দুধ, দই, দুগ্ধজাত খাবার খান। আখরোট, চীনাবাদাম, সূর্যমুখীর বীজ ইত্যাদিতে ওমেগা-৩ আছে। ব্ল্যাক কফি ও গ্রিন টি যকৃতের জন্য উপকারী। তবে ধূমপান আর অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে।

ওজন কমান। মাত্র ৫ শতাংশ ওজন কমলেই যকৃতের চর্বি অনেকটাই কমে যায়। আর ৭ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমাতে পারলে যকৃতের কোষগুলোর প্রদাহ কমানো সম্ভব।

শনিবার আগরতলায় সিআইটিইউ'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আমার আপনজন : পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দীলিপ ঘোষ এমপি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩০।। পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দীলিপ ঘোষ এমপি বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল মানুষ আমার অতি আপনজন। তিনি বলেন,আমার সাথে দেখা করার জন্য সব সময় দরজা খোলা থাকবে। পৃথিবীর সকল জায়গায় নির্যাতন নিপিড়ন অব্যাহত রয়েছে,তবে একেক জায়গায় একেক রকম ভাবে এই ঘটনা ঘটছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শনিবার সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সকল জেলা ও বৈদেশিক শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুশল বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

দীলিপ ঘোষ এমপি আরো বলেন, আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষ আগেও ছিলো এখনো আছে। তাই আমাদেরকে আসুরিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করে যেতে হবে। তিনি বলেন, দেশত্যাগ করা সমাধান না, আপনারা সাহসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকুন। নির্যাতন নিপিড়নের বিরুদ্ধে সোচ্ছার থাকুন, প্রতিরোধ গড়ে তুলুন,আমরা আপনাদের সাথে আছি। তাছাড়া বিশ্বের সকল মানবাধিকার কর্মী আপনাদের সাথে রয়েছে।তিনি বলেন,পশ্চিম বাংলাতেও হিন্দুরা নিরাপদে নেই,তারাও হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।সংলাপের শুরুতে শ্রী দীলিপ ঘোষ এমপি করোনা ভাইরাসের কারনে বিশ্বব্যাপী মহামারীতে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং নতুন করে যাতে কেউ আক্রান্ত না হন সেজন্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে যোগদান করেন,পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল এর মেম্বার রজত মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশ থেকে যোগদেন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, নির্বাহী সভাপতি অ্যাডঃ দীনবন্ধু রায়, প্রেসিডিয়াম মেম্বার পরিতোষ তরুয়া, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুভাস সাহা, সিলেট জেলা সভাপতি অ্যাডঃ মিলন ভট্টাচার্য, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডঃ শিবু প্রসাদ সরকার, ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নৃপেশ রঞ্জন সরকার, মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি তাপস রাজবংশী, রাজবাড়ী জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাডঃ বাসুদেব প্রামাণিক, কক্সবাজার জেলা সভাপতি বুলবুল তালুকদার, গাজীপুর মহানগর সভাপতি মানিক চন্দ্র দে, সাধারন সম্পাদক আশিষ কুমার, সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পুলক চৌধুরী, রংপুর বিভাগীয় সভাপতি পুলক চৌধুরী, খুলনা জেলা সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী, লালমনিরহাট জেলা সভাপতি গোবিন্দ বর্মন, কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর্মকার, অ্যাডঃ প্রতিভা বাকচী ,প্রীতিলতা বিশ্বাস সহ সকল জেলা,উপজেলা ও বৈদেশিক নেতৃবৃন্দ।

এদিকে,বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুভাস সাহা সংলাপে অংশ নিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যা লঘু, সংখ্যা গুরু সকল সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের মাঝে চাল, ডাল, সয়াবিন তেল, পিয়াজ, আলু, মরিচ ও সবজিসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরন অব্যাহত রেখেছি।এছাড়া অধিকাংশ জায়গায় নগদ টাকা বিতরন করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে গিয়ে নিজ হাতে পৌঁছে দিচ্ছি এই খাদ্য সামগ্রী। জবাবে পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দীলিপ ঘোষ এমপি তার এই কর্মকান্ডে সন্তোষ জানিয়ে আগামীদিন গুলোতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

অপরদিকে,বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক সংলাপের শুরুতে পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দীলিপ ঘোষ এমপিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উভয় দেশের খোজ খবর নেয়া ও কুশল বিনিময় অব্যাহত থাকবে।তিনি বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলায় তার সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিজেপি সভাপতি দীলিপ ঘোষ এমপিকে অবহিত করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ও বৈদেশিক শাখার ৮৮ জন্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক উক্ত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত সংলাপে অংশগ্রহণ করেন।

আম্পান তাণ্ডবের পর দুই বাংলার সড়কের শতবর্ষী গাছগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩০।। আম্পান তাণ্ডবের পর দুই বাংলার সড়কের শতবর্ষী গাছগুলো আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।ভয়াবহ এই ঝড়ে বাংলাদেশের যশোর অংশে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় ২৩টি শতবর্ষী গাছ উপড়ে ও ভেঙে পড়েছে। আর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অংশে উপড়ে পড়েছে শতাধিক গাছ। এই ঝড়ের পর উভয় দেশের স্থানীয়রা বলছেন, আম্পান চলে যাওয়ার পর শতবর্ষী গাছগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের দাবি, এই গাছগুলোর জন্য তারা উন্নয়নবঞ্চিত হয়েছেন। এখন এই গাছই তাদের উপরে ভেঙ্গে পড়ছে। ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় সেখানকার করুন চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে।

যশোর জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, ঐতিহাসিক যশোর রোডের যশোর- বেনাপোল অংশের ৩৮ কিলোমিটার সড়কের দু'পাশে দুই শতাধিক শতবর্ষী রেইনট্রি গাছ রয়েছে। গত ২০ মে রাতে ঘূর্ণিঝড় আম্পান'র তাণ্ডবে এই মহাসড়কের ২৩টি শতবর্ষী রেইনট্রি গাছ ভেঙে ও উপড়ে পড়েছে। ভেঙেপড়া গাছগুলো, ঝিকরগাছার হাজের আলী, বালিখোলা, গদখালি, বেনেয়ালি, বাদে নাভারণ কলোনি বাজার এলাকার। এছাড়াও অসংখ্য গাছের ডালপালা ভেঙে দুর্ঘটনা ও সম্পদ হানির ঘটনা ঘটেছে। গাছ পড়ে নাভারণ কলোনি বাজারের ৪টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরদিন প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস'র তৎপরতায় গাছের কিছু অংশ সরিয়ে সড়ক চলাচলের উপযোগী করা হয়।স্থানীয়দের দাবি, যশোর- বেনাপোল সড়কের শতবর্ষী এই গাছগুলো এখন 'জীর্ণ ও মৃতপ্রায়'। ঘূর্ণিঝড় আম্পান'র তাণ্ডবের পর বেশকিছু গাছ উপড়ে ও ভেঙে পড়লেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবগাছই। আর এতে শতবর্ষী গাছগুলো হয়ে পড়েছে আরও ঝুঁকিপূর্ণ। একারণে গত বুধবারের কালবৈশাখী ঝড়ে অনেক স্থানেই এই গাছগুলোর ডালপালা ভেঙে পড়েছে।আবহাওয়া অফিসের দেয়া তথ্যমতে, আগামীতে আরও কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। দুর্বল হয়ে পড়া গাছগুলো আসন্ন ঝড়ে আরও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। এসব নিয়ে আতঙ্কিতও তারা।

এদিকে,ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মতিউর রহমান জানান, যশোর বেনাপোল সড়কের শতবর্ষী জীর্ণ ও মৃতপ্রায় গাছগুলো এখন জীবনের জন্য হুমকি। এই গাছের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে কেউ সহানুভূতি জানায় না।তিনি বলেন, শার্শা উপজেলা চেয়ারম্যান সিরাজুল হক মঞ্জুর বাড়িতে একটি গাছ ভেঙে পড়ে একজন মারা যাওয়ার পর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিহতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে গেলেও সেদিন কোনো পরিবেশবাদি সেখানে যাননি। বেনাপোল বন্দরের উন্নয়ন ও মহাসড়ক প্রশস্তকরণের জন্য তিনি অবিলম্বে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় গাছগুলো অপসারণের দাবি জানান।যশোর বেনাপোল বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল বিবেচনায় উন্নত ও আধুনিক সড়ক তৈরি করে পরিকল্পিতভাবে রাস্তার দু'ধারে পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগানোরও দাবি জানান তিনি।

অপরদিকে, আম্পান'র তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে যশোর রোডের শতাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে। এ ঘটনার পর 'গাছ রক্ষায় আন্দোলনকারীদের' একহাত নিয়েছেন সে দেশের উন্নয়নবঞ্চিতরা। আনন্দবাজার পত্রিকা এমন তথ্য জানিয়েছে।সড়ক কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিককে উদ্বৃত করে আনন্দবাজার জানিয়েছে,শনিবার পর্যন্ত বারাসত থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার পথে শতাধিক গাছ ভেঙে পড়েছে। গাছের ডাল ভেঙেছে অসংখ্য। সঠিক সংখ্যাটা জানতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে।পত্রিকাটির তথ্য অনুযায়ী, যশোর রোড (৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক নামেও পরিচিত) সম্প্রসারণের জন্য বছর তিনেক আগে বারাসত, অশোকনগর, হাবড়া এবং বনগাঁয় পাঁচটি উড়ালপুল (ফ্লাইওভার) বা রেলসেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। সমীক্ষায় বলা হয়েছিল যশোর রোডের পাশের গাছ কাটা প্রয়োজন। বনগাঁয় গাছ কাটার কাজ শুরুও হয়। এরপরেই গাছ বাঁচিয়ে সড়ক সম্প্রসারণের দাবিতে সরব হন বৃক্ষপ্রেমীরা। গাছ বাঁচানোর দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়, একটি মানবাধিকার সংগঠন। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।যশোর রোডে বহু গাছ ভেঙে মাটিতে শুয়ে আছে। কিছু গাছ ডালপালা খুইয়ে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে, গাছ ভেঙে পড়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান চর্চা শুরু হয়েছে। গাছের জন্য কেউ কেউ মনোকষ্ট প্রকাশ করলেও কেউ কেউ লিখছেন,প্রাচীন গাছগুলো নিয়ে আন্দোলন করে রেলসেতু তৈরি রুখে দিয়ে কী লাভ হল? সেই তো ঝড়ে ভেঙেই পড়ল। শুধু শুধু উন্নয়নটা আটকে দেওয়া হল।

কভিড-১৯: বাংলাদেশে একদিনে আরও ২৮ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৭৬৪

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩০।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১৭৬৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে শনিবার জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬১০ জনে দাঁড়াল। এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৬০৮ জনে।তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ৪৪৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মোট ৯ হাজার ৯৮৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৫৪টি।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৬০ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৯ হাজার ৩৭৫ জন।নতুন করে মারা যাওয়া ২৮ জনের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ এবং তিনজন নারী। ঢাকা বিভাগে ১৮ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৭ জন এবং সিলেট বিভাগে একজন মারা গেছেন বলে জানান তিনি।

ক্ষমতায় থেকেও বিএনপির জিয়া হত্যার বিচার না করা রহস্যজনক তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩০।। বিএনপি ক্ষমতায় থেকেও দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান হত্যার বিচার না করা রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুই দফায় ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আরও একবার বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে এক মাসের বেশি ক্ষমতায় ছিলেন। এটি সত্যিই রহস্যজনক যে জিয়াউর রহমান হত্যার বিচার তিনি করলেন না। সে কারণে জনগণের মনেও এটি প্রশ্ন যে, জিয়া হত্যার বিচার করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে যাবে, এ জন্যই কি তিনি বিচার করেননি?

শনিবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।ড় হাছান বলেন,সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই এখনও আশপাশের দেশ ও ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে আমাদের দেশে করোনায় আক্রান্তদের মৃত্যুহার অনেক কম। কিন্তু রুহুল কবির রিজভী সাহেবসহ বিএনপি নেতারা যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তাতে মনে হয় তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়েছেন।

বিএনপিকে আশপাশের দেশসহ বিশ্বের দিকে তাকানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তানে করোনা সংক্রমণের হার আমাদের চেয়ে বেশি। ভারতে সংক্রমণ চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। বেলজিয়ামে সংক্রমিতদের মৃত্যুহার ১৫ শতাংশ, ব্রিটেনে ১৪, যুক্তরাষ্ট্রে ৬, ভারতে ৩ দশমিক ২, পাকিস্তানে ২ এর বেশি আর আমাদের দেশে ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যদি ভালো না হত, তাহলে মৃত্যুহার ভারত-পাকিস্তানের মতো বা তার চেয়ে বেশি হত। প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সংশ্লিষ্ট সবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা মৃত্যুহার কমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি।বিএনপির প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন,মিথ্যাচার না করে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান, আর আমাদের দুয়ার খোলা আছে, প্রয়োজনে আমাদের সাথে আপনারা একযোগে জনগণকে সহায়তা করার জন্য কাজ করতে পারেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, যাদের প্রয়োজন সেইসব মানুষকে খুঁজে খুঁজে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। কেউ চায়নি, কিন্তু মোবাইলে আড়াই হাজার টাকা করে পৌঁছে গেছে। দাবি না থাকা সত্ত্বেও কওমি মাদরাসা ও মসজিদগুলোতে সহায়তা পৌঁছেছে। সাংবাদিক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী সহায়তা দিচ্ছেন।

কামপুরে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে কপিলি, জলের স্রোতে বিধ্বস্ত বাঁধ, প্লাবিত বিস্তৃত এলাকা, জনদুর্ভোগ চরমে

কামপুর (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের কপিলি নদী ফুলেফেঁপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। বৃহস্পতি, শুক্র এবং আজ শনিবারও অপরিবর্তিত জলের স্তর। জল বেড়ে কয়েকটি জায়গায় বাঁধ ভাসিয়ে নিয়েছে। কামপুর রাজস্ব চক্রের বারোগোগা বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে বন্যার বাড়তি জল। বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত হোজাই জেলায়ও কামপুর শহরের ৩ এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে বইছে কপিলি নদী। বর্তমানে কামপুরে ৭৩ মিটার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ফলে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। তিনটি ব্যস্ত পথে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়েছে। কামপুর-রহা, কামপুর-যমুনামুখ, কামপুর-পশ্চিম কারবি আংলঙে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কপিলি নদীর জল। কামপুর-যমুনামুখ রস্তায় মেধিগাঁওয়ে একটা বড় অংশ জলের তোড়ে খসে গেছে। চাংচকিতেও জল বেড়ে বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জল থই থই। এলাকাবাসীদের ঘরের ভেতরে জল ঢুকে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যেই ২০ টির বেশি গ্রাম জলে প্লাবিত। জলে জলাকার বকুলগুড়ির বিস্তৃত এলাকা। ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে কাটছে বন্যা বিধ্বস্ত লোকগুলোর দিন রাত। গত কাল থেকে এসডিআরএফ রবার নৌকা নিয়ে এসে জলে আবদ্ধ নারী-পুরুষ-শিশুদের উদ্ধারে হাত লাগিয়েছে। ইতিমধ্যে গতরাত থেকে কামপুরের যুবকরা উদ্ধারকার্যে নেমে বহু পরিবারকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছেন।

শিলিগুড়িতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ২

শিলিগুড়ি, ৩০ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজন রোগীর মৃত্যু। জানা গিয়েছে, করোনার উপসর্গ থাকায় নকশালবাড়ির ৪৩ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে শুক্রবার দুপুরে কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার রাতে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। অপরদিকে, গতকাল

ছয়ের পাতায়

ভারত বিরোধী দুইটি ভ্রান্ত ইস্যু

বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): করোনা থেকে উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ইমরান খান সরকারের কি হয়েছে।করোনা থেকে নিজের দেশবাসীকে রক্ষা না করতে পারার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তার হাতে অবশেষে এই অস্ত্র ছিল। ভারত বিরোধী দুইটি পদক্ষেপ অবলম্বন করেছেন ইমরান খান। প্রথমত ইসলামী সহযোগী সংগঠনগকে ভারতে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের তদন্ত করতে তিনি বলেছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করে সরব হয়েছেন তিনি।

যদিও পাকিস্তানের প্রথম পদক্ষেপের নিন্দা সরব হয়েছে মালদ্বীপ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী রাষ্ট্রদূতেরা। এই দুই দেশের রাষ্ট্রদূতেরা বলেছেন কোন দেশে হওয়া কয়েকটি ঘটনার উপর ভিত্তি করে তদন্ত কমিটি তৈরি করাটা অনুচিত কাজ। রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মুনির আক্রম এই বিষয়টি ইসলামী সংগঠনের অন্তর্গত দেশগুলোয় রাষ্ট্রদূতেদের বৈঠক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন করোনা সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরের সাথে দেশের বাকি অংশের একীকরণ কাজ ভারত করে গিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মুসলমান শরণার্থীদের বিরুদ্ধেও বিভেদকামী আইন করেছে ভারত সরকার। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞাসা করা উচিত এই প্রসঙ্গগুলো কি করোনা সময় থেকে নাকি আগে থেকে ছিল।এই ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে যাদের বিরোধিতা করা কাজ তারা করে গিয়েছে। সরকার তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।কাশ্মীরি কয়েকজন নেতাকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল। এমনটা না করলে উপত্যকায় রক্তের স্রোত বইত। দেখা গিয়েছে করোনা পরিস্থিতিতেও জঙ্গীরা নিজেদের কার্যকলাপ করে গিয়েছে।পাকিস্তান কি এর বিরোধিতা করেছে?

একইভাবে রাম মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত করোনা অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল।আদালতের যে ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মধ্যে একজন মুসলমান বিচারপতিও ছিলেন। বিশ্বের সমস্ত মুসলমান সংগঠনগুলো সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় মেনে নিয়েছিল।এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করার কারণটা কি? পাকিস্তানে থাকা আমার কয়েকজন রাজনৈতিক বন্ধুদের আশ্বস্ত করতে চাই যে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে সংখ্যালঘুরা অনেক ভাল রয়েছে। (লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট)

জনতার দুঃসময়ে "নিরুদ্দেশ" রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমদ, ত্রাণ ও সাহায্যে নজির রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয়ের

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : করোনা প্রতিরোধে টানা ৬৬ দিনের লকডাউন ০.৪-এর সময়সীমা শেষ হলো বলে। লকডাউন বাড়ানোর ব্যাপারে সরকার এখনও পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানায়নি। লাগাতার লকডাউনের ফলে শ্রমজীবী মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে দিশেহারা। অভাবের তাড়নায় পারিবারিক সমস্যা নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। একবেলার অন্ন জুটাতে দস্তুরমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। জনগণের এই দুঃসময়ে নিজের নির্বাচনী এলাকা থেকে নিরুদ্দেশ দক্ষিণ করিমগঞ্জের তিন বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমদ। ২০১৬-র নির্বাচনে যাকে জনগণ ৫৩ হাজার ভোট দিয়েছিলেন। সেই নেতাকে চলমান দুর্যোগের সময় জনগণের সৌজযমূলক খোঁজখবর নিতেও দেখা যাচেছে না। এ নিয়ে সমগ্র জেলার জনমনে সিদ্দেক আহমদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইছে। কিন্তু বিপরীতে হাতেগোনা কয়েক মাসের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে অসহায় গরিব দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার।

করোনা অতিমারি এবং লকডাউনের এই বিপর্যয়কালে নিজের নির্বাচনী এলাকার ত্রিশ হাজারের বেশি অসহায় গরীব দুস্থ মানুষের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিয়ে চলেছেন রাতাবাড়ির উপনির্বাচনে বিজয়ী বিজেপি বিধায়ক বিজয় মলাকার। ঈদের প্রাক্কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকশো পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মারফত নগদ অর্থ ও বস্ত্র তুলে দিয়েছেন বিধায়ক বিজয়। শুধু তা-ই নয়, এই বিপর্যয়ের সময় জেলার যে কোনও মানুষ কোথাও অসুবিধায় পড়ে সাহায্যের আবেদন জানালে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। কিছুদিন আগে এক গরিব অসহায় ছেলের দুর্ঘটনায় হাত ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিধায়ক বিজয় মালাকার তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শিলচর ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন রাতাবাড়ি ছনআলা গ্রামের আজিজুর রহমান। গরীব দুস্থ আজিজুরের আর্থিক সঙ্কটেও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। বিধায়কের নির্দেশে তাঁর ব্যাক্তিগত প্রতিনিধি জুনেল হুসেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আজিজুর রহমানের ছনআলায় অবস্থিত বাড়িতে যায়। বিধায়কের পক্ষ থেকে আজিজুর রহমানের স্ত্রীর হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন তাঁরা। সেই সঙ্গে বিধায়কের পক্ষ থেকে আগামীতে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতারও আশ্বাস দেন প্রতিনিধিরা। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এভাবে শত শত অসহায় গরিব মানুষ ও রোগীদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে নজির স্থাপন করেছেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। আর অল্প দিনের কার্যকালে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে গোটা রাতাবাড়ি বিধানসভা জুড়ে জনগণের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। স্থানীয় জনগণ দাবি করছেন এমনটাই।

একদিনে হাইলাকান্দিতে করোনা-আক্রান্ত কুড়িজন

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় শনিবার একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২২ জন। এর মধ্যে কাছাড়ের ২ জন ছাড়া বাকি কুড়ি জনের সবাই হাইলাকান্দির বাসিন্দা। জানা গেছে, হাইলাকান্দি জেলার আক্রান্তদের মধ্যে আছেন হাফিজুর রহমান লস্কর (২৩), তাকসিম বড়ভুইয়াঁ (২০), আবুল হুসেন লস্কর (৩৩), আজার হুসেন (২৪), রমেশ সিংহ (৩০), সাবির হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২৩), জহিরুল ইসলাম লস্কর (২২), রঞ্জিত ঘা (২২) বদরুল ইসলাম (২২), আজার হুসেন মজুমদার (২৮), হাসান আহমেদ বড়ভুইয়াঁ (২২), মণিতা সিংহ (২৮), মহুর হুসেন লস্কর (২১), জাকির হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২৮), জাহানারা বেগম (১৮), জাবুর হুসেন মজুমদার (৩১), সোনালি মালাকার (১৯), বিশাল দাস (১৯), সাইদুল ইসলাম (২২) এবং সাহরুক বাহার লস্কর (২৪)।

কাছাড় জেলার আক্রান্তরা শাহনাজ আহমেদ (২২) এবং নুর হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২০)। হাইলাকান্দি জেলার ২০ জন আক্রান্তের মধ্যে মনাছড়া জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ৫ জন, আলগাপুর কলেজে ৭ জন, রয়েল

ছয়ের পাতায়

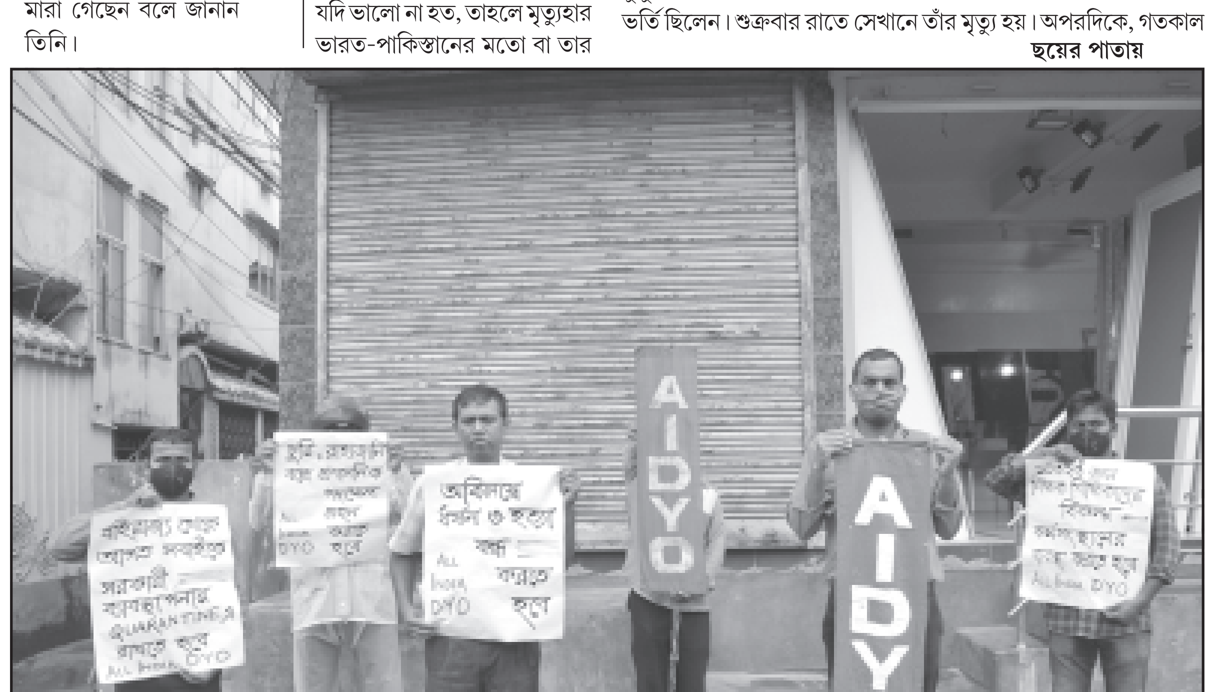

শনিবার এআইডিওয়াইও আগরতলায় এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হলদিবাড়িতে নদীর চর থেকে যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

হাসিমারা, ৩০ মে (হি. স.) : নদীর চর থেকে এক যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শুক্রবার রাতে বিচ চা বাগানের হলদিবাড়ি সংলগ্ন তোর্ষা নদীর চরে যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের আনুমানিক বয়স ৩০ বছর। দেহটি এতটাই পচন ধরেছে যে যুবকের মুখ দেখে তাঁর পরিচয় বের করা সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, কয়েকদিন আগে আমপানের ঝড়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে ওই যুবকের। আবার ওই যুবক ভুটানের বাসিন্দাও হতে পারেন বলে মনে করছে পুলিশ। সম্ভবত নদীতে মাছ ধরতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে যুবকের বলে অনুমান পুলিশের। হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রেমকুমার থামি বলেন, আমরা যুবকের পরিচয় জানতে বিভিন্ন থানায় খবর পাঠিয়েছি। ভুটান প্রশাসনকেও বিষয়টি জানান হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যুবকের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে যুবকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বি এম এসের পার্টি অফিস তৃণমূল বিধায়ক, জল্পনা তুঙ্গে শিল্পাঞ্চলে

দুর্গাপুর, ৩০ মে (হি.স.): ভাঙচুর হওয়া ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) র কার্যালয়ে পরিদর্শনে তৃণমূল বিধায়ক।অসন্তোষ প্রকাশ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর জল্পনা ছড়াল শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক মহলে।প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে লাউদোহার পানশিউলি গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে বিজেপির কমপক্ষে ৯ জন আহত হয় বলে অভিযোগ বিজেপির।সংঘর্ষের জেরে লাউদোহা এমআইসি গেটের সামনে বিএমএস এর শ্রমিক সংগঠনের অফিস ভাঙচুর চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ।যদিও অভিযোগ অস্বিকার করেছে জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখার্জী জানান, বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার জন্য তৃণমূলের লোকেরা দায়ী নয় ার পাশর তৃণমূলে এ প 'বিএমএসএফ তরফে অফিস ভাঙচুরের খবর পেয়ে শনিবার আসানসোলের মেয়র তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়রক জিতেন্দ্র তিওয়ারি অফিস পরিদর্শন করেন এবং বিএমএস কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারী জানসন, 'শুধু তৃণমূলের বিধায়ক নই।যারা তৃণমূল করেন না তাদেরও বিধায়ক। যারাই এই কাজ করেছে অন্যায় করেছে আপনারা অফিস খুলুন।.' এদিন বিধায়ক হিসাবে তিনি বিএমএস কার্যকর্তাদের হাতে দশ হাজার টাকার অনুদান তুলে দেন।. এদিকে ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর জল্পনা ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক মহলে।যদিও বিএমএসের অখিল ভারতীয় খাদান মজদুর মহাসঙ্ঘর অধ্যক্ষ নরেন্দ্র সিং জানান, "বিধায়ক এসেছিলেন শুনেছি।কিন্তু আর্থিক সহায়তার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

আক্রান্ত হয়ে মৃত ২

পাচের পাতার পর

রাত ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লীর বছর ৭২-এর এক বৃদ্ধকে সারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখনও পর্যন্ত কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে মোট ৩১৪ জনের চিকিৎসা হয়েছে। তারমধ্যে এর আগে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও তাদের রিপোর্ট পরে নেগেটিভ আসে। তবে এই দুজনের লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরই দুজনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই নিয়ে সারি হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত মোট ১৬ জনের মৃত্যু হল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রায়গঞ্জে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার ও গয়না সহ গ্রেফতার ৩

রায়গঞ্জ, ৩০ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে প্রায় ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার করা হল ২ জনকে। ধৃতরা হল, শেখ ডালিম ও খুরশেদ আলম। তাদের বাড়ি ডালখোলায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শনিবার রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি সংলগ্ন এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্রাউন সুগার সহ ২ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও এসওজিটিম। জাতীয় সড়কে একটি গাড়িও আটক করা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

এই বিষয়ে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, গতকাল বিকেলে আমাদের কাছে খবর আসে মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে মাদক জাতীয় কিছু নিয়ে আসা হচ্ছে। সেইমতো একটি গাড়িকে ট্র্যাক করে জাতীয় সড়কে গাড়িটিকে আটকানো হয়। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে প্রায় ৯০০ গ্রাম মাদক উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনকেই সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ সুপার জানান, ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় দশ লক্ষ টাকার সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাঢ় বাংলায় নয়া কোভিড হাসপাতাল

দুর্গাপুর, ৩০ মে (হি. স.) : রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাঢ় বাংলায় হবে পৃথক করোনা হাসপাতাল। শুরু হয়েছে তার প্রাথমিক কাজ।

ওই অঞ্চলের পাঁচটি জেলা থেকে যে সব করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের চিকিৎসা করা হচ্ছে দুর্গাপুরের একটা হাসপাতালে। কিন্তু এই পাঁচ জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরতে শুরু করায় সেখানে এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। তার জেরে ক্রমশ চাপ বাড়ছে সনকা হাসপাতালের ওপরে। সেই চাপ কমাতেই এবার বর্ধমান শহরে একটু পৃথক করোনা-চিকিৎসার হাসপাতাল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে।

বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান — এই পাঁচ জেলায় যে সব করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলছে তাঁদের চিকিৎসা হচ্ছে দুর্গাপুর শহরের সনকা হাসপাতালে। কিছুকাল ধরে এই জেলাগুলিতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা। মূলত এই সব জেলায় যে সব পরিযায়ী শ্রনিকেরা ফিরছেন তাঁদের মাধ্যমেই এই মারণ ভাইরাস জেলার মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক সেই কারণেই ক্রমশ চাপ বাড়তে শুরু করেছে দুর্গাপুরের সনকা হাসপাতালের ওপরে। সেই চাপ কমানোর ব্যবস্থা এখন থেকে না হলে পরে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হলে তখন তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে বলেই মনে করছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

উদয়পুর থেকে কিল্লা, বটতলা থেকে জিরানীয়া এবং জিবি হসপিটাল থেকে রাস্তারমাথা পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করার জন্য বলা হয়েছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা মেনে গাজোলের বিভিন্ন রুটে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু

গাজোল, ৩০ মে (হি. স.) : সরকারি নির্দেশিকা মেনে শনিবার মালদার গাজোলের বিভিন্ন রুটে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু হল। তবে প্রায় প্রতিটি গাড়িই অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলবে। পাশাপাশি চালক এবং সহকারীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। মাস্ক ছাড়া যাত্রীদের গাড়িতে তোলা হবে না বলেও পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ বলেন, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এদিন থেকে আমরা গাজোলের বিভিন্ন রুটে ছোট গাড়ি চালাতে শুরু করলাম। ম্যাক্সি, ট্রেকার, অটো, ম্যাজিক ভ্যান বিভিন্ন রুটে চলাচল করবে। এই গাড়িগুলো চলবে রানীগঞ্জ, কাটি কান্দর, পাকুয়া, জালসা, সামসি, দেওতলা, গোবিন্দপুর, চেকপোস্ট, আলাল প্রভৃতি রুটে। এছাড়াও আলমপুর-একলাখি এবং আলমপুর-রানীগঞ্জ রুটেও গাড়ি গুলি চলবে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে পরিবহন কর্মীদের কিছু নির্দেশিকা অবশ্যই মানতে হবে। যার মধ্যে চালক সহ সহকারীদের অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার করতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারও। মাস্ক ছাড়া যাত্রীদের গাড়িতে তোলা হবে না। এছাড়াও যাত্রী সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল ধনকরের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : 'রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতি' নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে স্মারকলিপি দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান।

মান্নান এদিন রাজভবনে যান রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার জন্য। শনিবার রাজ্যপাল নিজে টুইট করে এর ভিডিও দিয়ে জানান, "ওই চিঠিতে বলা হরেছে দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ মানুষের প্রতি রাজ্য প্রশাসনের যে রকম মহনুভবতা বা দরদ দেখিয়ে কাজ করা উচিত ছিল, তা দেখা যাচ্ছে না।" রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "এককভাবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা এবং রেশন ব্যবস্থার দূর্বল পরিকল্পনার অভিযোগ করেছেন মান্নান। পুলিশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেও তিনি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। প্রথমে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিটিএস), তার পর গর্ফা থানা এবং কাল সল্ট লেকে চতুর্থ ব্যাটেলিয়ানের দূর্ভাগ্যজনক ঘটনার উেখ করেছেন বিরোধী দলনেতা। "সার্বিকভাবে পুলিশের ক্ষোভ প্রশমন করার জন্য এক্ষুনি যথাযোগ্য ন্যায্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন রাজ্য প্রশাসনের। প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন রাখতে আমলাতন্ত্র এবং পুলিশকে রাজনীতিমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।"

মেটেলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতির হানা

চালসা, ৩০ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ছাওয়াফেলি এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতির হানায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল ভেঙে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের চাল সাবার করল হাতি।শনিবার ঘটনায় খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে যান বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুরেশ বড়ুয়া সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

শুক্রবার গভীর রাতে সংলগ্ন লাটাগুড়ি বনাঞ্চল থেকে একটি হাতি এলাকায় বেরিয়ে আসে। সেখানে বিদ্যালয়ের দেওয়াল ভেঙে মজুত চাল সাবার করে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের ফ্যান, চেয়ার, টেবিল সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ৭৫ কেজি চাল মজুত ছিল। হাতি সব চাল সাবার করে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষের যাবতীয় জিনিস নষ্ট করে দেয়।' ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তথাগতর

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের রাউজানে এক হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ রকম একটি ছবি শেয়ার করে তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "হোটসঅ্যাপে পেয়েছি। জামাতিয়ারা আগুন লাগিয়েছে। এখনও জ্বলছে। কাঁদছেন হিন্দু মহিলা। একেবারেই আশ্চর্যের দৃশ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ যে কী হবে?

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সুরক্ষিত, তা প্রমাণ হয়েছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সুরক্ষিত, তা প্রমাণ হয়েছে।' বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বর্ষপূর্তিতে এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে শনিবার ১০ বছরে দেশের কি কি উন্নতি হয়েছে সেই খতিয়ান তুলে ধরেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিন দিলীপ ঘোষ জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সুরক্ষিত, তা প্রমাণ হয়েছে।১০০টির বেশি দেশে ভারত ওষুধ পাঠাচ্ছে। করোনায় মৃত্যুহার ভারতের সবচেয়ে কম। প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শী, তাই ভারতে করোনা মোকাবেলা সহজ হচ্ছে। ভারত আত্মনির্ভর কিনা পরীক্ষার সুযোগ এসেছে।'

তাঁর কথায়, ' এই দশ বছরে একাধিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে মোদী সরকার। বিভিন্ন আইন এনে দেশকে সুরক্ষিত করেছেন। মুসলিমদের তিন তালাক আইনকে সংশোধন করে মুসলিম মহিলাদের সুরক্ষিত করেছেন। এছাড়াও অনেক মানুষের স্বপ্ন ছিল রাম মন্দির গড়ার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর যথাসময়ে রাম মন্দিরের কাজও শুরু হয়েছে।'

সিউড়িতে রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

সিউড়ি, ৩০ মে (হি. স.) : রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। বীরভূমের সিউড়ি - অন্ডাল রেলপথে সদাইপুর থানার বাঁধেরশোল গ্রামের রেলগেটের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রাথমিক ভাবে অনুমান মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির।মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।দেহটি উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ।

মনে করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি রেল লাইন ট্র্যাক ধরে হাঁটছিলেন সেই সময় ট্রেন বা মাল গাড়ির তাকে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। কখন ঘটনাটি ঘটেছে জানা যায়নি। এলাকাবাসীদের থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির কাছে কোন ব্যাগপত্র ছিলনা। তবে মৃত ব্যক্তি পরিযায়ী শ্রমিক কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোড। কারন তার কাছে এমন কোন জিনিস উদ্ধার হয় নি যা থেকে তার পরিচয় জানা যাবে। তবে রেলপথ ধরে গত কয়েক মাসে যে শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হাঁটছিলেন তাদের রেলপথ থেকে সরানো কাজ করছিল রেলপুলিশ। তবে ইদানিং কি রেলপথে নজরদারি ছিল না? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারন কোন ট্রেনে কখন কাটা পরেছে তা পরিষ্কার নয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকারি মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি)-এ রোগী কল্যাণ সমিতির এক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পর এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, জনগণ এখন কোভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কে সতর্ক। গ্রামাঞ্চল সহ প্রতিটি স্তরে কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি যথাযথভাবে বজায় রয়েছে। এছাড়াও নবগঠিত স্থানীয় কমিটিগুলিও করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে এজিএমসি হাসপাতাল সকলেই তাদের সেরা কর্মক্ষমতা প্রদান করছে। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের প্রচেষ্টার জন্য তিনি চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাফাই কর্মী সহ সকল সামনের সারির যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার ভালো অবস্থানে রয়েছে।

তিনি জানান, বাংলাদেশ এবং মহারাষ্ট্র ফেরত ত্রিপুরার সকল নাগরিকের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি চেন্নাই থেকে আগতদেরও বেশি সংখ্যায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত আরও উপকরণ রাজ্যে আসছে এবং সরকার অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত সকলের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করছে।

ছাড়

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী রাত ৯ টা থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ হবে। এছাড়া, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে কোবিড-১৯ পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্দেশনা অনুসরণ করা অব্যাহত থাকবে। করোনা কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরের কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি নিজেদের পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজন হিসাবে বিবেচিত এ জাতীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

বিস্ময়

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ করে দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমবাসা সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলে যেকোনো সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটে গেলে বিপদজনক আকার ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ধলাই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান জরুরি প্রয়োজন হলে আপৎকালীন পরিষেবা হিসেবে মনু ও সালেমা থেকে পরিষেবা প্রদান করা হবে। দপ্তর কর্মকর্তারা এ ধরনের বক্তব্যকে দায়সারা বক্তব্য বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

চুরি

● প্রথম পাতার পর

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করার কোনো খবর নেই। বণিক্য চৌমুহনী বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

সাক্ষ্য গ্রহণের পর সমীর পালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৩৫৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন এবং কারাবাসের সাজা দেন। এই মামলা পরিচালনায় সরকার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী প্রভাত চন্দ্র দত্ত। দুটি পৃথক পৃথক ধারায় এই মামলার সাজা ঘোষণা করেন জেলা ও দায়রা বিচারক।

করোনা-আক্রান্ত কুড়িজন

পাচের পাতার পর

হোটেলের ১ জন, কাটলিছড়া পলিটেকনিক্যালের ২ জন এবং ৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। এদের সবাইকে বর্তমানে হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে।

সাংসদের উপস্থিতিতে কভিড ১৯ যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ মে।। লকডাউনের শুরু থেকে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে বিশালগড় মন্ডল। প্রতি মুহূর্তে মন্ডলের কার্যকর্তারা অসহায় মানুষদের সেবায় নিয়োজিত করতে দেখা গেছে। রাজ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনের জন্য আজ বিশালগড়স্থিত শুভদ্বীপ হল ঘরে সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের তরফ থেকে। করোনা যোদ্ধার সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, উপস্থিত ছিলেন খাদি গ্রাম উদ্যোগের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপালি দে, ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স এবং বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যানরা। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলা শাসক সহ বিশালগড় মহকুমার মহাশাসক এবং পুলিশের আধিকারিকদের সম্বর্দনা দেওয়া হয়। এইদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক জানান পরিবারের কথা চিন্তা না করে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সবাই সমসময় জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকে সকলের প্রতি তিনি সন্মানের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যাদের কারণে সুরক্ষিত আছি, নিশ্চিতে ঘুমতে পাচ্ছি আজকের দিনে তাদেরকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। জেলা শাসক সি. কে জমাতিয়া বলেন জেলা আধীকারিকদের সম্বর্দনা আয়োজিত করেন সেটা আশাতিত ছিল। এতে তিনি খুবই আনন্দিত কাজ করার ক্ষেত্রে সবাইকে উৎসাহ জোগাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সকলকে সম্মাননা প্রদান করেন।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

ড্রেন সংস্কারসহ বসানো হয়েছে উন্নত মানের পাম্প মেশিন। তাতে ইতিমধ্যেই আগরতলা শহর এলাকার জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থার অনেক বেশি উন্নয়ন ঘটেছে।

ইতিমধ্যেই এর সুফল ভোগ করতে শুরু করেছেন আগরতলা শহর এলাকার জনগণ। বাস্তব সমস্যার দিকে পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় জনবসতি দিন দিন বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ি করে সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বৃষ্টি হলে দ্রুত জল নিষ্কাশনের বিষয়টি প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। পুকুর ও জলাশয় পরপর ভরাটের পর সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতি যতই সংকট হোক না কেন তা মোকাবেলা করাই হলো সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে কথা মাথায় রেখেই সরকার ও প্রশাসন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শনিবার ভোররাত থেকে বৃষ্টির ফলে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে জল জমে যায়। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এদিকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা দ্রুত করার জন্য যেসব উন্নত মানের পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে সেগুলো চালানো হয়। এর ফলে দ্রুত জল নামতে শুরু করে।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই নিম্নাঞ্চল থেকেও জল সরে যায়। যেসব জায়গায় হাঁটুজল কিংবা কুমর জল মানুষজনকে রাস্তা পারাপার হতে হতো সেসব তিক্ত অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকালে মানুষ আজ অনেকটাই স্বস্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন। আগরতলা শহর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে শনিবার তারা জানান বুধবার ভোররাত থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। উন্নত মানের মেশিন গুলো চালানোর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা থেকে জল নেমে যায়। ফলে তারা অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। নিকাশি ব্যবস্থা কে আরো উন্নত করার জন্য দাবি জানিয়েছেন শহরবাসী। পাশাপাশি রাজধানী আগরতলা শহরের যেসব নিচু রাস্তা রয়েছে সেগুলো আরো উঁচু করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তারা। একইসঙ্গে আগরতলা শহর এলাকার জল নিষ্কাশন এর ড্রেইন গুলির নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর নজর দিতে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শহর এলাকার জনগণ।

চেন্নাই

● প্রথম পাতার পর

ছিল বাবুল মিয়াঁ। তার সহযাত্রীরা জানিয়েছেন, বাবুল ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। দ্রুতগামী ট্রেন একসময় ঝাঁকুনি দেয়। সে সময় সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে ছিটকে পড়ে সে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ওই ঘটনায় সিভাঙ্গায় চেন্নাই-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ও আরপিএফ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নেওয়ার পর ট্রেন পুনরায় আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। এদিকে, বাবুলের মৃত্যু সংবাদ বিলোনিয়ায় এসে পৌঁছলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই মন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে ভারত।

চা পাতার প্যাকেট

আটের পাতার পর

উপহার স্বরূপ প্রত্যেককে ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট করে ত্রিপুরেশ্বরী চা পাতা প্রদান করা হয়েছে। অরুনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় জনগণকে সচেতন করতে এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম যথাযথভাবে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা যেভাবে কাজ করে চলেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

অসমে ১০২৪ জন, বিহারে ৩৩৭৬ জন, চন্ডীগড়ে ২৮৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৪১৫ জন, দাদর নগর হাভেলিতে দু'জন, গোয়ায় ৬৯ জন (সুস্থ ৪১ জন), গুজরাটে ১৫,৯৩৪ জন, হরিয়ানায় ১৭২১ জন, হিমাচল প্রদেশে ২৯৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২১৬৪ জন, ঝাড়খণ্ডে ৫১১ জন, কেরলে ১১৫০, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২৭৮১ জন, লাদাখে ৭৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৬৪৫ জন, মণিপুরে ৫৯ জন (৫ জন সুস্থ), মেঘালয় ২৭ জন, মিজোরামে একজন, নাগাল্যান্ডে ২৫ জন, ওড়িশায় ১৭২৩ জন, পুদুচেরিতে ৫১ জন, পঞ্জাবে ২১৯৭ জন, রাজস্থানে ৮৩৬৫ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ২৪২৫ জন, ত্রিপুরায় ২৫১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭১৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৭২৮৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৮১৩ জন।

২,৩২৫ জন

আটের পাতার পর

সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১ জন পুলিশ কর্মী এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪ জন পুলিশ কর্মী। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২,৩২৫ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের

আটের পাতার পর

এদিন মুখ্যমন্ত্রী করোনা সংক্রমণ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রাজ্যে এই ব্যাধি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতর সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর এবং সাংবাদিকদের পাশাপাশি রাজ্যের জনগণকে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গ্রাম পর্যায়েও করোনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা রয়েছে। গ্রামস্তরের কমিটিগুলি গ্রামে দক্ষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস তৈরি করেছে। পাশাপাশি ১৪ দিনের বাড়িতে একান্তবাসের নির্দেশিকাও যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে।

তাঁর কথায়, ভিন রাজ্য থেকে আগত অধিকাংশ নাগরিকের নমুনা সংগ্রহের উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে জিবি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মীরা দক্ষতার সাথে তাদের কাজ করছেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ সকলে মিলেমিশে কাজ করছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। করোনা আক্রান্তদের সুস্থ হওয়ার হার অন্যান্য রাজ্যের থেকে ত্রিপুরায় অনেকটাই বেশি বলে জানিয়েছেন তিনি।

াঙ্গন

আয়ের নিরিখে ফোর্বসের ক্রীড়াবিদদের ১০০ জনের তালিকায় ৬৬ নম্বরে কোহলি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): সর্বোচ্চ আয়ের নিরিখে ফোর্বসের ১০০ জনের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় ঠাঁইপেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ফোর্বসের সদ্য প্রকাশিত ২০২০ সালের এই তালিকায় ৩৪ ধাপ উঠে ৬৬ নম্বরে ভারত অধিনায়ক। উল্লেখ্য, গতবছরের মতো এবারও তালিকায় একমাত্র ক্রিকেটার হলেন কোহলি।সেই সঙ্গে তালিকায় এবারও তিনি একমাত্র ভারতীয়। সর্বোচ্চ আয়ের নিরিখে ফোর্বসের বর্ষসেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের তালিকায় কোহলি রয়েছেন ৬৬ নম্বরে। গত এক বছরে তিনি ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করেছেন, ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৯৭ কোটি টাকা। বিরাট ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছেন বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে। ২ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন ক্রিকেট খেলে।যার ফলে গতবছর ১০০তম স্থানে থাকা কোহলি এবছর তালিকায় ৩৪ ধাপ উঠে ৬৬ নম্বর স্থান দখল করেছেন।

প্রসঙ্গত, ফোর্বস ২০১৯-এর ১ জুন থেকে ২০২০-র ১ জুন পর্যন্ত সময়সীমায় ক্রীড়াবিদদের মোট আয়ের হিসাব করে এই তালিকা প্রকাশ করে। আয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে পুরস্কার মূল্য, চুক্তির বোনাস, বিজ্ঞাপনী বিনিয়োগ, বিভিন্ন স্বত্ব ও উপস্থিতির জন্য প্রাপ্ত অর্থ।

ধোনির অবসর রোনালদোর ফুটবল ছাড়ার মতোই হবে

হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা ধোনির অবসর! গত বুধবার হঠাৎ টুইটারে নতুন এই ট্রেন্ডটা ছড়িয়ে পড়ে। কত কান্ডই না হলো তা নিয়ে!

হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়, তবে কী অবসর নিয়ে ফেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি! ভারতের সাবেক অধিনায়কের ক্যারিয়ারের দারুণ অনেক মুহূর্তের ভিডিও দিয়ে তাঁকে ভালোবাসাও জানাতে থাকেন ভক্তরা। ধোনির স্ত্রী স্বাক্ষী পরে সে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে টুইট করে যাঁরা গুঞ্জন ছড়াচ্ছেন তাঁদের একহাত নেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য টুইটটি মুছেও দেন স্বাক্ষী।কিন্তু ধোনির অবসর নিয়ে কথা তো থামে না। এবার সেটি নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক ইংলিশ স্পিনার মন্টি পানেসার। ক্রিকেটে ধোনির জনপ্রিয়তা ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতোই জানিয়ে পানেসারের কথা, ধোনির অবসরের প্রভাব ক্রিকেটে ততটাই পড়বে, যতটা ফুটবলে পড়বে রোনালদোর অবসরের প্রভাব।

২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারতের হারের পর থেকে জাতীয় দলে তো খেলেনইনি, সাধারণ্যের চোখের আড়ালেই যেন আছেন ধোনি। এবার আইপিএলে খেলার কথা ছিল তাঁর, সেটি দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত দলে ফেরার চেষ্টা করবেন, এমন একটা গুঞ্জনও বাজার পেয়েছিল বেশ। কিন্তু করোনাভাইরাস এসে পুরো বিশ্বকে থমকে দিল, আইপিএলও গেল পিছিয়ে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও পেছানোর সম্ভাবনা। ধোনির অবসরের গুঞ্জন তাই আবার চাউর!কিন্তু পানেসার যেন তা চান না। তাঁর কথা, ধোনি অবসর নিলে ক্রিকেট অনেক ভক্ত হারাবে। ভারতীয় দৈনিক টাইমসনাউতে সাক্ষাৎকারে পানেসারের কণ্ঠে প্রথমে ধোনির প্রশংসা, ‘এমএস ধোনি ভারতের সফলতম অধিনায়ক, সাদা বলের ক্রিকেটে অবিশ্বাস্য একজন ক্রিকেটার, অসাধারণ একজন উইকেটকিপার, সব দল মিলিয়ে সেরা পাঁচ অধিনায়কের একজন। আমরা যে ক্রিকেটারদের খেলতে দেখছি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সেরা একজন।’তার পরই এল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে তুলনা, ‘ধরুন কাল যদি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবসর নিয়ে নেয় ফুটবল অনেক ভক্ত সমর্থক হারাবে।

ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের জন্য রান্না করলেন শেবাগ

কাজের আশায় শহরে আসা। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য কাজ বন্ধ। কাজ না থাকায় জীবন চালাতে গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছিল সঞ্চয়। ফলে শহর ছাড়তে শুরু করেন ভ্রাম্যমাণ সেই শ্রমিকেরা। নানা দুর্দশার সঙ্গে খাবারের অভাব তো রয়েছেই এই অভিবাসী বা ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের। তাঁদের জন্য নিজ হাতে রান্না করে খাবার তুলে দিয়েছেন বীরেন্দর শেবাগ। ইনস্টাগ্রামে খাবার প্যাকেটজাত করার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার।

খেলোয়াড়ি জীবনে শেবাগ ক্রিজে থাকা মানেই ছিল রানের চাকা সচল থাকা। সংকটের সময়ে শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ছবি সঙ্গে লিখেছেন, ”নিজের বাড়িতে রান্না করা ও প্যাকেট করা খাবার অভিবাসী শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার তৃপ্তি। আপনি চাইলে ১০০ জনের হাতে আপনিও তুলে দিতে পারেন।” শেবাগের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁর এক সময়ের জাতীয় দলের সতীর্থ হরভজন সিং।করোনা সংকটের মাঝে এবারই প্রথম অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ করলেও এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব মানাসহ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন শেবাগ। ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে দিয়ে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয় তাঁর। ২৫১ ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৮২৭৩। ১০৪ টেস্ট খেলে ১৮০ ইনিংসে রান ৮৫৮৬।

টাকার জন্য আমি আর আমির টেস্ট ছাড়িনি: ওয়াহাব

গত বিশ্বকাপের পরই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াহাব রিয়াজ। তখন তাঁর বয়স ৩৩। ২৭ বছর বয়সী আরেক ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আমিরও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান। অসময়ে টেস্টকে বিদায় জানানোর কারণে কড়া সমালোচনা শুনতে হয় এই দুই ফাস্ট বোলারকে। সাবেক পাকিস্তানি দুই ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতাররা সরাসরি বলেছেন, টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে টাকা আয়ের জন্য টেস্ট ছেড়েছেন আমির-ওয়াহাব। কিন্তু সেটি এখন অস্বীকার করছেন ওয়াহাব।

সম্প্রতি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে সাবেক ক্রিকেটারদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ওয়াহাব, ”একটা বাজে কথা ছড়ানো হয়েছে যে, আমি আর আমির টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে এসেছি বিভিন্ন লিগ খেলে অর্থ উপার্জনের জন্য।

আমরা অর্থের জন্য এমনটা করিনি। আমরা সব সময় পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছি এবং আমাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত।”

২০১০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর মাত্র ২৭টি টেস্ট খেলেছেন ওয়াহাব। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত হলেও টেস্টে কখনই নিয়মিত ছিলেন না। সে জন্যই নাকি টেস্ট ছেড়ে সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চেয়েছিলেন ওয়াহাব, ”দেখুন ২০১৭ সালের পর থেকে আমি পাকিস্তানের লাল বলের ক্রিকেট দলে নিয়মিত নই। হঠাৎ হঠাৎ টেস্ট খেলার সুযোগ পেতাম। সর্বশেষ ২০১৮ সালে খেলেছি। লাল বলের ক্রিকেট থেকে মনোযোগ সরিয়ে শুধুমাত্র সাদা বল নিয়ে চিন্তা করছি।

এ জন্যই বিরতি চেয়েছি। এটা অন্যান্য তরুণের জন্য বড় সুযোগ। পিসিবির সুযোগ তাদের তৈরি করে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নিয়ে আসার।”

কদিন আগেই পিসিবির প্রকাশিত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়নি ওয়াহাব ও আমিরকে। কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকলেও আফসোস নেই ওয়াহাবের। দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছে খেলার জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিভুত হতে চান না তিনি, ”পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি সব সময় দেশের হয়ে খেলতে চেয়েছি। এর চেয়ে বড় সম্মানের আর কিছু নেই। সামনে যখনই সুযোগ আসবে তখনই আমি দেশের হয়ে খেলতে চাইব।”

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত রোহিত শর্মা

ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার খেলরত্নের জন্য মনোনীত হয়েছেন ওপেনার রোহিত শর্মা।এ বছর ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। এছাড়া ইশান্ত শর্মা, শিখর ধাওয়ান ও ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার দিপ্তি শর্মাকে অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০১৯ বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স রোহিতের। ৫ সেঞ্চুরিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন এই ভারতীয় ওপেনার। সাদা বলের ক্রিকেটে সফল হলেও প্রশ্ন ছিল লাল বলের ক্রিকেটের সামর্থ্যে। কিন্তু গত ৬ মাসে টেস্ট ক্রিকেটেও দাপট দেখিয়েছেন রোহিত। সম্প্রতি ওপেনার হিসেবে পাঁচ টেস্ট খেলে ৯২.৬৬ গড়ে করেছেন ৫৫৬ রান।এর আগে ক্রিকেটারদের মধ্যে শচীন টেন্ডুলকার, এমএস ধোনি ও বিরাট কোহলি খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। এবার পুরস্কার পেলে রোহিত হবেন চতুর্থ ক্রিকেটার।বিসিসিআই প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলি রোহিতের মনোনয়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমরা অনেক বিবেচনা করে মনোনীত ক্রিকেটারদের ছোট তালিকা করেছি। রোহিত শর্মা ছোট সংস্করণের ক্রিকেটে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আমরা মনে করি রোহিত খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য যোগ্য।’ইশান্ত, শেখর ও দিপ্তির মনোনয়ন নিয়ে সৌরভ বলেছেন, ‘টেস্ট দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ইশান্ত শর্মা। ভারতকে টেস্টের এক নম্বর দলে পরিনত করতে ইশান্তের বড় অবদান ছিল। শিখর আইসিসি টুর্নামেন্টে নিয়মিত রান করেছেন। নারী দলের সাফল্যে দিপ্তির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।’

বিদেশি তারকা ছাড়া আইপিএলে না

করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল কবে অনুষ্ঠিত হবে , তা এখনো চূড়ান্ত নয়। তবে আলোচনা চলছে আগামী সেপ্টেম্বর — অক্টোবরে আইপিএল আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে। যদিও সে সময় অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। করোনার জন্য বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ শঙ্কার মুখে। বিশ্বকাপ স্থগিত হলে সে সময় আইপিএল হতে পারে বলে গুঞ্জন উঠেছে।আইপিএল মাঠে নামানোর জন্য আরও একটি প্রস্তাব এসেছে - বিদেশি খেলোয়াড় বাদ দেওয়া। করোনা আতঙ্ক, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা মিলিয়ে বিদেশি খেলোয়াড় বাদ দিয়ে শুধু ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। আগেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। বিদেশি ছাড়া আইপিএলকে এবার না বলে দিয়েছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবও।তারকাদের ছাড়া বিশ্বমানের এই টুর্নামেন্ট হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন পাঞ্জাবের সহকারী মালিক নেস ওয়াদিয়া, ”আইপিএল ভারতীয়দের তৈরি একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এটি বিশ্বে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর। তাই টুর্নামেন্টের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রচারমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক তারকাদের প্রয়োজন।”অনেক বিদেশি তারকা আইপিএল খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তবে বিদেশিদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি মাথায় রেখে আপাতত করোনা পরিস্থিতিতেই নজর রাখতে বলছেন ওয়াদিয়া, ”সে সময়ে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে) বিদেশি খেলোয়াড়দের ভ্রমণের

সন্ধ্যান চাই

Ref. Radhapur PS G.D. Entry No-09 Dated 25/03/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মঞ্জু দেববর্মা, পিতা- শ্রী গিরেন্দ্র দেববর্মা, সাং- দীনবন্ধু পাড়া, থানা- রাধাপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩০ বছর, উচ্চতা - ৪ ফুট ৯ইঞ্চি, গায়ের রঙ- ফর্সা, স্বাস্থ্য - হাল্কা পাতলা। মুখমন্ডল - লম্বা ডিম্বাকৃতি, চুল - কালো, পরনে - সালোয়ার কামিজ, গত ১৮-০৫-২০২০ইং তারিখ কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। প্রকাশ থাকে যে মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন। অনেক খোঁজা খুজি করার রপরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা - ০৩৮১ ২৮৬ ১৩২২

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-144/2020-21

CORRIGENDUM

Date:-7 I a51202o

With reference to the expression of Interest vide no. No.F.2 (610)/MED/GEN/AB-PMJAY/2018-19, dated 16/04/2020 Published dated 25th April 2020 regarding supply of medicine/ consumables/Implants & surgical items at AGMC & GBPH Hospital. The last date for submission of bids has been extended up to 26th JUNE 2020by 04.00 pm.

All the remaining terms & conditions of the EOI shall remain as it is.

ICA/C-411/2020-21

Executive Cum member Secretary
Medical Superintendent & Head of
Office AGMC & GBP Hospital

NO7076/F.7(2)/TENDER/STORE/2020.
Dated 94 /0S72020.

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE HON'BLE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES FRESH SEALED COVERED TENDER'S FROM THE BONAFIDE REGISTERED FIRMS / SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE GOODS / FORMS & STATIONERY GOODS OF GENERAL STORE, SOUTH DISTRICT, DURING THE YEAR 2020 - 21. THE DATE OF RECEIPTS OF TENDERS IS ON ANY WORKING DAY IN BETWEEN 1030 AM TO 1630 PM UP TO f 7 / 0,02020. LIST OF STORE GOODS AND FORMS & STATIONERY GOODS ALONGWITH THE TERMS AND CONDITIONS MAY BE COLLECTED ON ANY WORKING DAY FROM THE GENERAL STORE OF POLICE LINES, BELONIA , SOUTH TRIPURA BETWEEN 1030 A. M. TO 1630 P.M. THE CLOSING TIME / RECEIPT OF TENDER UP TO 1630 HRS. DATED f 7 /06/2020. THE TENDER WILL BE OPENED ON NEXT DAY AT 1100 HRS. DETAILED TENDER NOTICE MAY ALSO BE SEEN AT FOLLOWING WEB SITE :-
www. tripura police.nic.in. www.tripura.nic.in.

ICA/C-417/2020-21

SUPERINTENDENT OF POLICE
SOUTH TRIPURA, DISTRICT.

PNIeT No:- 03/EEMWS/DMN/2020-21
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 19/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 20/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 21/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 22/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 23/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 24/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 25/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 26/ SE/DWS/C/KGT/2020-21	₹ 1,45,51,493.00	₹ 1,45,515.00	180 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding • 17/ 06 /2020 up to 15.00 Hrs Date and Time for Opening of BID : 17106 /2020 at 16.00 Hrs Website for Document Downloading and Bidding at Appication : https://tripuratenders.govin Tender Fee p 2,500.190 each, (non refundable). Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://trip uratenders.gov.in All details am available in the https:// tripuratenders.govin

Note *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-427/2020-21

Executive Engineer
DWS Division
Dharmanagar, North Tripura

শনিবার বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসে সচেতনতা বাড়াতে ভ্রামমান গাড়ির উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা পুঞ্চে যোগ্য প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৩০ মে (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার সকাল দশটা থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার সকাল দশটা থেকে পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায় পাক সেনাবাহিনীঊ বিনা প্ররোচনায় এদিন হামলা চালায় পাক সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে প্রচার গাড়ির সূচনা করলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ৩১ মে তামাক বিরোধী দিবস। তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে শনিবার আগরতলা শহরের রাধানগর এলাকায় এক প্রচার গাড়ির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। প্রচারকারী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে সংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন তামাক জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই বিপদজনক। প্রত্যেককেই তামাক বর্জন করা উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তামাক সেবনের ফলে ক্যান্সারজনিত ভয়ংকর রোগ দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে তামাক সেবনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। সেকারণেই তামাক সেবন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাক সেবনের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সংগঠন সহ সকল অংশের জনগণকে ব্যাপক প্রচার অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

১ বেড়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ২৬ জন পুলিশ কর্মীর, সংক্রমিত ২,৩২৫ জন

মুম্বই, ৩০ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ১১৪ জন পুলিশ কর্মী। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১ জন পুলিশ কর্মী। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২,৩২৫ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের।

শনিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ছয়ের পাতায় দেখুন

উদয়পুর স্টেশন থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। গোমতী জেলার উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে শনিবার বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো আরো একটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন। উদয়পুর ছাড়াও অমরপুর এলাকার বেশ কয়েকটি ইটভাটার শ্রমিকরা এই ট্রেনে করে তাদের নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শুক্রবার বিকেলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফ থেকে অমরপুর থেকে ইটভাটা শ্রমিকদের ১৭ টি বাসে করে উদয়পুর নিয়েআসা হয়। তাদের বেশিরভাগেরই শুক্রবার থার্মাল স্ক্রীনিং সহ-স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ করে নেয়া হয়। শনিবার উদয়পুর এলাকার ইটভাটা শ্রমিকদের স্ক্রিনিং শেষ করে টেনে তোলা হয়। এ উপলক্ষে এসডিএম সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উদয়পুর রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা যাবতীয় বিষয় তদারকি করেন। মোট ১৮০৩ জন শ্রমিক এদিন উদয়পুর থেকে ট্রেনে করে বিহারের রাঁচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়। এসব শ্রমিকদের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে খাবার এবং জল সহ যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ কয়েক মাস পর ইটভাটা শ্রমিকরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য এসব শ্রমিকদের বাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রেন ভাড়া সহ যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকার বহন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ থেকে এই ব্যয় মেটানো হচ্ছে। এ ধরনের প্রক্রিয়া আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য বহির রাজ্যে ত্রিপুরার যেসব নাগরিক ও শ্রমিক আটকে পড়েছেন তাদেরকেও রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থের মাধ্যমে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০০০ বাসিন্দা রাজ্যে ফিরে এসেছেন।

ত্রিপুরা থেকে চোরাইপথে পালিয়ে গিয়ে অসমে ধরা পড়ল তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ মে।। করোনা প্রকোপের মধ্যে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত দিয়ে অবৈধ উপায়ে ত্রিপুরা থেকে অসমে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। গত কালের পর ফের আজ বিকালে এই রুট দিয়ে অবৈধ ভাবে রাজ্য থেকে পালিয়ে ৩ যুবক করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে প্রবেশ করে পাঁচগ্রামে যাবার চেষ্টা করলে তারা স্থানীয় সোনাখিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।এদের মধ্যে রয়েছে রাহুল দাস(২০)বাবুল দাস(২৪)ও রাহুল দাস(১৫)। তাদের উভয়ের বাড়ি পার্শবর্তী রাজ্য অসমের পাঁচগ্রামের ঠান্ডাপুর গ্রামে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গেছে।

এ মর্মে সোনাখিরা পুলিশ চেকপোষ্টের হাবিলদার সুখেস দাস জানান আজ বিকাল ৪ টা নাগাদ একটি অটো রিকসায় চেঁপে তিন যুবক সোনাখিরা পুলিশ চেকপোষ্ট অতিক্রম করার চেষ্টা করলে তারা কর্তব্যরত পুলিশের ধরা পড়ে।এমন সময় অবস্থা বেগতিক দেখে যাত্রীদের ব্যগ বোজাই বিভিন্ন সামগ্রী সহ অটো নিয়ে পালিয়ে যায় অটো চালক জনৈক নাজিম উদ্দিন।তার বাড়ি এখানকার মাডুগাঁয়ে বলে জানা গেছে।পরে অটো চালককে ধরতে পুলিশ জাল বিছালেও এ সংবাদ লেখা পর্য্যন্ত পলাতক চালককে আটকের খবর নেই।এদিকে ধৃতরা জানায় যে তারা গত কয়মাস ধরে আগরতলার ঊষাবাজার এলাকা সংলগ্ন এয়ারপোর্টের লাগোয়া স্থানে পেইন্টারের কাজ করত।লকডাউনের ফলে তাদের কাজ বর্তমানে বন্ধ হাতেও টাকা পয়ষা নেই।তাই তারা প্রথমে ট্রাকে করে ধর্মনগর পৌছে ও পরে সেখান থেকে চোরাই পথে চুরাইবাড়ি থেকে এক দালালের হাত ধরে অটোতে চেঁপে বাড়ি ফিরতে গেলে এখানে ধরা পড়ে।এবং পথে কোথাও তাদেরকে কেহ আকটায়নি বা তাদের স্বাস্থ্যও পরীক্ষা হয়নি বলে ধৃতরা জানিয়েছে।

এদিকে তাদেরকে আটকের পর সোনাখিরা পুলিশ মেডিকেল চেকআপের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে তোলে দিলে পরবর্তিতে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন পাঠিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চলিত লকডাউনের সময়ে ত্রিপুরা অসম সীমান্ত সিল করা হলেও এ রুট দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অবৈধ ভাবে দুটি রাজ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে।বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ হয়ে চললেও বিষয়টি নিয়ে দুটি রাজ্য প্রশাসনের মাথা ব্যথা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।এ নিয়ে গত কয়দিনে পাথারকান্দির সোনাখিরাতে অবৈধ ভাবে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মোট ৪৬ জন।

রাজ্য থেকে অবৈধভাবে বহি রাজ্য অসমে মানুষের অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে তাহলে অসম থেকেও অবৈধভাবে চোরাইপথে রাজ্যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা অসম সীমান্তে টহলরত পুলিশ প্রশাসনের কাছে একজন ব্যক্তিও অবৈধ উপায়ে অনুপ্রবেশের সময় ধরা পড়ার খবর পাওয়া যায়নি। সুতরাং ১৮ কিমি ত্রিপুরা অসম সীমান্তে পুলিশি টহল গাড়ি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, দ্বিতীয় দফার বর্ষপূর্তিতে প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। করোনা মোকাবিলায় বিশ্ব দরবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া, দ্বিতীয় দফার মেয়াদে তিনি একাধিক সাহসী এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের বর্ষপূর্তিতে এভাবেই প্রশংসা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় সরকার দেশ থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা শান্তিপূর্ণভাবে বিলোপ করেছে। মুসলমান মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তিন তালাক প্রথা বাতিল করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মহিলাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন রোধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে বিপ্লব দেব যোগ করেন, কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত ইত্যাদি বিভিন্ন ঐতিহাসিক যোজনা দেশের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রশংসা করে বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় তিনি বিশ্ব দরবারে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ করেন। বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন এবং সবুজায়নের উদ্দেশ্যেই এই বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল এবং প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য রোগী এবং তাঁর সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যদের সুস্থ মানসিকতার বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আগামীদিনে জিবি হাসপাতালের বিশিষ্ট প্রাক্তন চিকিৎসকদের স্মৃতিচারণে তাঁদের নাম অনুসারে বৃক্ষ রোপণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর ফলে রাজ্যের বাইরে থেকে আগতদের মনেও এই গাছগুলিকে দেখে এক সুন্দর আদর্শের সঞ্চার ঘটবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২২৫ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,০২,৭৯৮

ওয়াশিংটন, ৩০ মে (হি.স.): মৃত্যু ও সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণই নেই। আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,২২৫ জন। নতুন করে ১,২২৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১,০২,৭৯৮-এ পৌঁছেছে।

শনিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,২২৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ১,০২,৭৯৮-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৪৫,৬০৬।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৭,৯৬৪ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪,৯৭১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): করোনা-আক্রান্তের নিরিখে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। এক ধাক্কায় ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৭,৯৬৪, যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২৬৫ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৯৭১ এবং সংক্রমিত ১,৭৩,৭৬৩ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৮২,৭৩০ জন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৩,৭৬৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৮৬,৪২২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৯৭১। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮২,৩৭০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪,৯৭১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ১৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৪ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ৩৯৮ জনের, গুজরাটে ৯৮০ জনের, হরিয়ানায় ১৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫ জনের, কর্ণাটকে ৪৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৩৪ জন, মহারাষ্ট্রে ২,০৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪২ জন, রাজস্থানে ১৮৪ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৫৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৭১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, উত্তর প্রদেশে ১৯৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩০২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে ত্রস্ত মহারাষ্ট্রে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬২,২২৮, দিল্লিতে ১৭,৩৮৬, তামিলনাড়ুতে ২০,২৪৬, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৪৩৬ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৬, উত্তরপূর্বের তালিকায় শীর্ষে অসম

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে কোভিড-১৯ করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬-এ পৌঁছেছে। শনিবার সকালে প্রতিবেশী রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী এস পাংগ্যুঁ ফোম তাঁর টুইট আপডেটে নাগাল্যান্ডে নতুন আরও ১১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন। নতুন আক্রান্তের মধ্যে ৯ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা বলে জানান মন্ত্রী পাংগ্যুঁ ফোম। তাঁদের মধ্যে আটজনকে ডিমাপুর এবং তিনজনকে কোহিমার সরকারি হাসপাতালে গঠিত কোভিড সেলে চিকিৎসা চলছে বলে জানান তিনি। আক্রান্তদের সবাই অতিসম্প্রতি চেন্নাই থেকে নাগাল্যান্ডে ফিরে এসেছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংগ্যুঁ ফোম।প্রসঙ্গত, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে। অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১০০ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২৫ এবং মৃত্যুবরণ করেছেন চারজন। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোভিড-১৯ আক্রান্তের যে তালিকা পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী অসমের পরই ত্রিপুরার স্থান। ত্রিপুরায় ২৭১টি করোনা মামলার মধ্যে ১৭১ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেক ছুটি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ৫৯ জনের মধ্যে ৮ জন সুস্থ হয়েছেন। মেঘালয়ে ২৭টি পজিটিভ মামলা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ১৪ জনকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে একটি মামলা ধরা পড়েছিল। তিনিও এখন সুস্থ। অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত ৩ জনের মধ্যে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ডে ৩৬ জনের সকলেই সক্রিয় রোগী। এছাড়া নতুন সংযুক্ত হয়েছে সিকিম। সিকিমে একজনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বাম জমানার মতো রক্তদান শিবির হচ্ছে না এখন, আক্ষেপ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির অফিসে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং সি আই টি ইউ। রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এই তিনটি সংগঠনের ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

মানিক সরকার বলেন পরিবর্তিত বিশেষ পরিস্থিতিতে নয়, বরাবরই এই ধরনের পরিষেবা মূলক কাজে এগিয়ে আসে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, সিআইডির সহ অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলো। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এ ধরনের সেবামূলক কাজে আরো বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসার জন্য বিরোধীদলীয় নেতা সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রক্তদান শিবির বরাবরই হয়ে থাকতো। বছরে কমপক্ষে ২/৩ বার একটি ক্লাব কিংবা সামাজিক সংস্থা রক্তদান শিবির সংগঠিত। বর্তমান সরকারের আমলে এ ধরনের প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে নজর দিতে তিনি বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার সকালে পূর্ব আগরতলা সিপিআইএম অঞ্চল অফিসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আরও বলেন রক্তদান এবং স্বাস্থ্য শিবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ। এর চেয়ে মহৎ এবং বড় সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ আর কিছুই হতে পারে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ নানা ধরনের কল্যাণ মূলক কাজে সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রক্তদান সম্পর্কে কারো মনে কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রাখতেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে বামপন্থী সংগঠনগুলোকে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রক্তদান এবং স্বাস্থ্য শিবিরের এগিয়ে আসতে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

শনিবারের রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির এ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ঔষধ পত্র প্রদান করে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। আগামী দিনে এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মে তারা এগিয়ে আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

চা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে পুলিশ কর্মীদের দেয়া হল চা পাতার প্যাকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী ও ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের মধ্যে চা পাতার প্যাকেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব চা পাতার প্যাকেট তুলে দেন।এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পুলিশ, নিরাপত্তাকর্মী ও ট্রাফিক কর্মীরা প্রথম সারিতে থেকে কাজ করে চলেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বিনামূল্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গরু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে আহত করল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মে।। গরু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় এলাকার জনগন। সন্দেহ ভাজন গরু চোর ব্যাক্তিকে আহত অবস্থায় পুলিশ বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসার পর মেডিক্যাল চেকআপ করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। সন্দেহ ভাজন গরু চোরের নাম উত্তম সাহা। বাড়ি বিলোনিয়া বট টিলা এলাকাতে।

লকডাউনের মধ্যে ও চোরের দলের চুরির উপদ্রব। রাত্রি সাতটার পর পুলিশের কঠোর নজরদারি ব্যাবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চোরেরা অনায়াসে এলাকার লোকালয়ে ঢুকে চুরি করে মানুষদের সর্বশান্ত করে তুলছে। পুলিশ এই চুরির কোন হদিস করতে পারছে না। শুক্রবার গভীর রাতে বিলোনিয়া ভারতচন্দ্র ব্লকের আইসি নগর এলাকা থেকে গরু চুরি হওয়ার পর শনিবার সকালে গরুচোর সন্দেহে উত্তম সাহা নামে এক ব্যাক্তিকে আটক করে। আইসি নগর পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয়রা আটক করার পর প্রধান, উপপ্রধানের সামনেই গরুচোর সন্দেহে উত্তম সাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে আহত করে তোলে।এরপর খবর দেয় বিলোনিয়া থানাতে। থানার পুলিশ কর্মিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত অবস্থায় উত্তম সাহাকে থানাতে নিয়ে আসে। এরপর বিলোনিয়া হাসপাতালে মেডিকেল চেকআপ করার পর থানার গারদে পুরে রাখে। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার বিলোনিয়া বিশেষ আদালত তোলা হবে বলে জানান থানার এসআই কালি পদ দে।

শনিবার জিবি এলাকায় বৃক্ষরোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

কুলগামে ফের এনকাউন্টার, মৃত্যু দু”জন জঙ্গির

শ্রীনগর, ৩০ মে (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরে কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দু”জন জঙ্গি। কুলগাম জেলার ওয়ানপোরা এলাকার ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার ওয়ানপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দুই-তিনজন জঙ্গি। সেই খবর পাওয়ার পরই শনিবার সকাল থেকে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা জওয়ানরাও গুলি চালান, দু”পক্ষের দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই চলতে থাকে। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।